NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ স্বামীজীর পরিভাষায় আগে আত্মসম্মানজ্ঞান

বায়োস্কোপ: উৎপল দত্তকে নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ ৮

কলকাতা ১০ জানুয়ারি ২০২৫ ২৫ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.01.2025, Vol.18, Issue No. 210 8 Pages, Price 3.00

## বিষ খেলেন কৃষক নেতা

**নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি:** শম্ভু সীমানায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন আন্দোলনরত এক কৃষক। বিষয়টি জানতে পেরে সতীর্থেরা দ্রুত তাঁকে পটিয়ালার রাজেন্দ্র হাসপাতালে নিয়ে যান। দুপুরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৮ ডিসেম্বরই শম্ভু সীমানায় আত্মহত্যা করেছিলেন এক কৃষক। ওই ঘটনার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ফের সেখানে কৃষক-আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কৃষক পঞ্জাবের তরন তারন জেলার পাহুবিন্দের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি আন্দোলনরত সতীর্থদের সঙ্গে বসেছিলেন। তখনই আচমকা বিষ খেয়ে নেন ৫৫ বছরের ওই প্রৌঢ়। আন্দোলনকারী আর এক কৃষক তেজবীর সিংহের অভিযোগ, কেন্দ্রের উপর ক্ষোভ থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই কৃষক।

## জামিন ৪ ভারতীয়র

**নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি:** খলিস্তানপন্থী সন্ত্রাসবাদী হরদীপ সিং নিজ্জরকে খুনের ঘটনায় কানাডার আদালত জামিন দিল অভিযুক্ত চার ভারতীয়কে। হত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত চার ভারতীয় করণ ব্রার, আমনদীপ সিং, কমলপ্রীত সিং এবং করণপ্রীত সিং। সম্প্রতি আদালতে চার অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে। জাস্টিন ট্রুডোর ইস্তফা ঘোষণার পরেই নিজ্জর খুনে চার অভিযুক্তের জামিনের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। ট্রুডো পরবর্তী কানাডার কূটনীতি বাঁক বদল করছে, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

## চিমনি ভেঙে মৃত অন্তত ৮

**রায়পুর, ৯ জানুয়ারি:** ছত্তিশগড়ে নির্মীয়মাণ কারখানায় চিমনি ভেঙে বহু মৃত্যুর আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই অন্তত ৮ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে ২৫ জনেরও বেশি মানুষের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজ্যের রামবোদ অঞ্চলে একটি লোহার পাইপ নির্মীয়মাণ কারখানায় আচমকাই চিমনি ভেঙে পড়ে এই বিপত্তি ঘটে যায় বলে জানা যাচ্ছে।

*বিস্তারিত দেশের পাতায়*

## ক্ষুব্ধ ওমর আবদুল্লা

**নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি:** দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে নজিরবিহীন বিবাদে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। জোটের দুই শরিকের এই বিবাদে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইন্ডিয়া জোটেরই শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা বলেই দিলেন, এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়া হোক।

*বিস্তারিত দেশের পাতায়*

### আরজি-কর কাণ্ডে বিচার প্রক্রিয়া শেষ

# সাজা ঘোষণা ১৮ জানুয়ারি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হল শিয়ালদহ আদালতে। আগামী ১৮ জানুয়ারি, শনিবার দুপুরে সাজা ঘোষণা করা হবে।

গত ১১ নভেম্বর থেকে আরজি করের ঘটনার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। টানা দু'মাস ধরে তা চলল। এই মামলায় আগেই চার্জশিট দিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেখানে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকেই একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। আদালতে তাঁর সর্বোচ্চ শাস্তির আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সিবিআইয়ের দাবির বিরোধিতা করে আদালতে ধৃতের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, তিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তই নন। গোটা ঘটনাটি সাজানো। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে অভিযুক্তকে। বুধবারই আদালতে ধৃতের আইনজীবী জানান, নির্যাতিতার শরীরে কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন মেলেনি। তাঁর পোশাকও অক্ষত ছিল। ফলে সিবিআই যা বলছে, তা সঠিক নয়। সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্যপ্রমাণও পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি করেন অভিযুক্তের আইনজীবী।

সিবিআই জানিয়েছে, এই ঘটনার তদন্তে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, তাতে এক জনই অভিযুক্ত। এক জনের পক্ষেও যে ওই ঘটনা সম্ভব, তা বলা হয়েছে বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসকদের রিপোর্টেও। সেই তথ্যপ্রমাণ উল্লেখ করেই ধৃতের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

নির্যাতিতার পরিবার আদালতে জানিয়েছে, এক জনের পক্ষে এই ঘটনা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করে। নতুন করে আরও বিশদে তদন্ত হোক, চান নির্যাতিতার বাবা-মা। সব পক্ষের বক্তব্য শুনেছে আদালত। ধৃতের আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার নিজেদের অবস্থান জানায় সিবিআই। শিয়ালদহ আদালতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই বিচারপ্রক্রিয়া চলেছে।

গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সেমিনার হল থেকে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তিনি সেই রাতে হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলেন। ধৃত সিভিককে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ওই সেমিনার হলে ঢুকতে এবং বেরোতে দেখা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশ ঘটনার পরের দিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে এর তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিচার চেয়ে প্রথম দিন থেকে পথে নেমেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবিও তোলেন তাঁরা। একাধিক বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বৈঠক হয়। বৃহস্পতিবার আরজি করের ঘটনার পাঁচ মাস পূর্ণ হয়েছে। সেই উপলক্ষে পথে নেমেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল চলছে। সিবিআইয়ের তদন্তে তাঁরাও অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

# চিকিৎসক সমাবেশে প্রধান অতিথি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চিকিৎসকদের সমাবেশে এ বার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর-কাণ্ড এবং তার পরবর্তী আন্দোলনের মাঝে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ডাক্তারদের দাবিদাওয়া পূরণের বিষয়ে সেই সময় আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। আরজি কর-পর্বেই রাজ্য স্তরে চিকিৎসকদের জন্য তৈরি হয় একটি গ্রিভান্স রিড্রেসাল কমিটি। যেখানে চিকিৎসকেরা নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন বলে জানানো হয়। ওই কমিটিই আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসকদের একটি সমাবেশের আয়োজন করছে। সমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে আলিপুরের 'উত্তীর্ণ' সভাগৃহে। কমিটির পক্ষ থেকে চিকিৎসক সৌরভ দত্ত জানান, সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেখানে বক্তৃতাও করবেন তিনি। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগের পর প্রশ্ন উঠেছিল হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা এবং হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে জুনিয়র ডাক্তারদের সিংহভাগ দাবিই মেনে নেন মুখ্যমন্ত্রী। অক্টোবর মাসের ওই বৈঠকে প্রায় ১২৮ মিনিট ধরে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর অনশন প্রত্যাহারেরও সিদ্ধান্ত নেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আরজি কর-কাণ্ড ঘিরে আন্দোলন এখন দৃশ্যত স্তিমিত। এই আবহে ফেব্রুয়ারির সমাবেশে চিকিৎসক-প্রশাসন সম্পর্ককে ফের এক বার ঝালিয়ে নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন থেকে নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি চালু করেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। ১২০০ চিকিৎসক, ৫০০ ডায়াগনস্টিশিয়ান, ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে ওই কর্মসূচিকে 'দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন অভিষেক। এক দিকে যখন অভিষেকের এই কর্মসূচি চলছে, অন্যদিকে তখন আগামী মাসে চিকিৎসকদের সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী।

গ্রিভান্স রিড্রেসাল কমিটির আয়োজিত ওই সমাবেশে সর্ব স্তরের চিকিৎসকদের থাকার কথা রয়েছে। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। ডাকা হবে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকদেরও। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকদের কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, কী ভাবে আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া যায়; তা জানতে চাওয়া হতে পারে সমাবেশে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চিকিৎসকদের এই সমাবেশে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রীও। মনে করা হচ্ছে, হাসপাতালগুলিতে কিছু প্রয়োজন রয়েছে কি না, কী ভাবে আরও ভাল পরিষেবা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে চিকিৎসকদের মতামত জেনে নিতে পারেন তিনি। পাশাপাশি, চিকিৎসকদের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার চেষ্টাও দেখা যেতে পারে।

ঘটনাচক্রে, আরজি কর ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় একমাত্র অভিযুক্তের সাজা ঘোষণার কথা রয়েছে আগামী ১৮ জানুয়ারি। এই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তে নতুন করে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এই অবস্থায় চিকিৎসক সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় কোন কোন বিষয় উঠে আসে, সে দিকে নজর থাকবে।

## ৩ ডিগ্রি নেমে কলকাতায় স্বাভাবিকের ঘরে তাপমাত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এক ধাক্কায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি কমল কলকাতায়। মঙ্গলবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার তা কমে হয় ১৩.৬। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, এই সময় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যদি ১২-১৩ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকে, তবে তাকে স্বাভাবিকই বলা যায়। পারদপতন হলেও জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা খুব একটা নেই বলে জানানো হয়েছে। বরং দক্ষিণবঙ্গে শীতের পথে কাঁটা বিছোতে পারে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা।

হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী তিন দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রায় বড় হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপাতত কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ এবং ১৩ ডিগ্রির মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে। আগামী সপ্তাহের শুরুতে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। নেপথ্যে নতুন একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। পৌষ সংক্রান্তির আগে ১০ জানুয়ারি উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকবে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। ফলে উত্তুরে হাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। সোমবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকায়। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে।

## ফের শৈত্যপ্রবাহ উত্তর ভারতে

**নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি:** ফের শৈত্যপ্রবাহ শুরু হল দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে। বৃহস্পতির ভোরেও কমল না ধোঁয়াশার দাপট। ব্যাহত হল রেল ও বিমান পরিষেবা। বুধের পর বৃহস্পতির সকালেও ধোঁয়াশার কারণে একাধিক বিমানের সময়সূচিতে পরিবর্তন করতে হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চল ঢেকেছে ধোঁয়াশার পুরু আস্তরণে। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা নেমে গিয়েছে ১০ মিটারে। একাধিক দিল্লিগামী ট্রেনের সময়সূচি বদলানো হয়েছে। বেশির ভাগ ট্রেনই নির্ধারিত সময়সূচি থেকে পাঁচ থেকে ১০ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। এর মধ্যে অমৃতসর-সতখন্দ এক্সপ্রেস চলছে ২৩ ঘণ্টা দেরিতে! আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কুয়াশার দাপট চলবে শুক্রবার পর্যন্ত।

# মালদহ-কাণ্ডে নরেন্দ্রনাথকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মালদহের তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার খুনে মূলচক্রী হিসাবে উঠে এসেছে তাঁর নাম। সেই তৃণমূল নেতা তথা দলের মালদহ শহর সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে এ বার বহিষ্কার করতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। মালদহ জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটেয় সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিক ভাবে নরেন্দ্রনাথকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মালদহের তৃণমূল সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সি। বৃহস্পতিবার থেকেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানান তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীও। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের তরফে মালদহ জেলা কমিটিকে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি সংক্রান্ত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। বেলা আড়াইটেয় মালদহ জেলা কমিটি এ বিষয়ে ঘোষণা করবে।'

নরেন্দ্রনাথ আপাতত পুলিশি হেপাজতে রয়েছেন। বুধবার রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানান, দুলালকে খুনে 'মূলচক্রী' তৃণমূলের মালদহ শহরের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' স্বপন শর্মা। ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা মালদহের তৃণমূল সহ-সভাপতি দুলালকে খুনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল বলেও জানায় পুলিশ।

তৃণমূল নেতা খুনে এ পর্যন্ত সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম জানান, পাঁচ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর নরেন্দ্রনাথকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে এবং স্বপনকে মঙ্গলবার রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। সকালে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা

হয়। বুধবার নরেন্দ্রনাথ এবং স্বপনকে আদালতে হাজির করানো হলে তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আদালতে পুলিশ জানায়, টাকার লেনদেন, ফোনের কল রেকর্ডিং ইত্যাদি দেখে ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সুপ্রতিম বলেন, 'স্বপন এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী। বোমাবাজি, খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাঁর নামে অজস্র অভিযোগ রয়েছে। তিনি এবং নরেন্দ্রনাথ এই ঘটনার (দুলাল খুনে) মূলচক্রী ছিলেন। কিন্তু কী কারণে তাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, এখনও জানা যায়নি। এই খুনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বরাত দেওয়া হয়েছিল। মোট চার দুষ্কৃতীকে ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি দু'জন এখনও পলাতক।' প্রসঙ্গত, গত ২ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ইংরেজবাজার শহরের ঝলঝলিয়ার কাছে নিজের প্লাইউড কারখানার সামনে খুন হন দুলাল। বাইকে চেপে এসে তিন জন দুষ্কৃতী দুলালকে লক্ষ্য করে পর পর গুলি করে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো যায়নি তাঁকে।

# তিরুপতিতে পদপিষ্টের ঘটনায় শোকপ্রকাশ রাহুল-মোদির

**নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি:** তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আহতদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও শোকপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু এসবের মধ্যেই বুধবারের ওই দুর্ঘটনা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে।

বৈকুণ্ঠ একাদশীর সময় বৈকুণ্ঠদ্বার দর্শনের সুযোগ পান পুণ্যার্থীরা। তিরুপতি মন্দিরের বৈকুণ্ঠদ্বার দর্শনের জন্য আগে থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়। বুধবার সকাল থেকে ওই টিকিট সংগ্রহের জন্য ভিড় জমাতে শুরু করেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী। সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ প্রথম ৩ দিনে দর্শনের সুযোগ পাবেন। এই ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষকে টিকিট দেওয়ার কথা ছিল বুধবার। মোট ৯৪টি কাউন্টার খুলেছিল তিরুপতি দেবস্থানম ট্রাস্ট।

সমস্যা তৈরি হয় বৈরাগী পট্টিতা পার্কে টোকেন বিলির সময়।

সকাল থেকেই টিকিট বিলির সব কাউন্টারেই ভিড় ছিল। তবে সন্ধের দিকে পট্টিতা পার্কের কাউন্টারে একসঙ্গে অন্তত ৪-৫ হাজার মানুষ ভিড় জমান। তিরুপতি ট্রাস্ট জানাচ্ছে, লাইনে এক মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর চিকিৎসার জন্য কাউন্টারের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাতেই লাইনে দাঁড়ানো জনতা বিভ্রান্ত হয়ে যান। একসঙ্গে কাউন্টারের দরজার দিকে ছুটে আসেন কয়েক হাজার মানুষ। ফলে ওই পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে। ওই সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা কেন করেন প্রশাসন? টোকেন সংগ্রহে এই পরিমাণ ভিড় হতে পারে জানার পরও কেন আরও বেশি সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করা হল না? লাইনে দাঁড়ানো পুণ্যার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আদৌ ছিল তো? প্রশাসন জানাচ্ছে, এ পর্যন্ত ওই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৪০ জন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, 'যারা নিকটাত্মীয়দের হারালেন আমার সমবেদনা তাঁদের জন্য। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার আহতদের সবরকমভাবে সাহায্য করছে।' রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমমর্মিতা জানিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের উদ্ধারকাজে সাহায্য করার আর্জি জানিয়েছেন।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা, কোর্টে ১৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Tanushree Halder ও Tanushree Halder Dutta W/o. Arindam Dutta সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Aayushmaan Dutta @ Ayushhman Dutta.

## নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Pradip Jana ও Prodip Jana S/o. Ajit Jana সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Soumya Jana.

## নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rochelle Mukherjee W/o. Aritra Mukherjee D/o. Eliazar Abraham Hirve R/o. B/1/D Suksari Complex, Suksanatantala, Chandannagar, Hooghly-712136 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাতা Rosy Hirve & Rosey Hirway & Mrs. Rosy সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সঠিক নাম Rosy Hirve.

## নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৬০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Nirodh Mallik (old name) S/o. Netai Mallik R/o. Milangarh, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্ব্ব Dipankar Mallik (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Nirodh Mallik & Dipankar Mallik S/o. Netai Mallik উভয়েই সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Narayan Mallik.

## নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Zulfikar Ali Chowdhury ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md. Saife Habibullah Chowdhury ও Lt. Md. Saife Habibullah সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে Kajal Bera S/o. Tarak Bera ও Kajal Kr Bera S/o. T. C. Bera সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Partha Sarathi Bandyopadhyay S/o. Durga Prasad Bandyopadhyay ও P. S. Bandyapadhyay S/o. D. Pd. Bandyapadhyay সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

আমি Soma Sil W/o. Ajoy Sil D/o. Arun Bagchi গত ইং ২৬/১২/২০২৪ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া Saheba Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৭/১২/২০২৪ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ১০৫২৪ নং এফিডেভিট বলে Saheba Bibi ও Soma Sil W/o. Ajoy Sil D/o. Arun Bagchi সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ইং ০৮/০১/২০২৫ তারিখে আলিপুর Judicial Magistrate, 1st class এ ৪৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি উষারানী গোস্বামী, স্বামী কালীদাস গোস্বামী এবং আমার অপরনাম উষারানী দেবী, স্বামী কালীদাস, সাং হাতিশালা, পোস্ট দিগনগর, জেলা নদীয়া- সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলে।

## নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Rochelle Mukherjee W/o. Aritra Mukherjee D/o. Eliazar Abraham Hirve R/o. B/1/D Suksari Complex, Suksanatantala, Chandannagar, Hooghly-712136 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Rochelle Hirve & Rochelle Mukherjee & Hirway Rochelle Eliazar Hirway সর্ব্ব একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক নাম Rochelle Mukherjee.

## CHANGE OF NAME

I Rudra Prosad Talukdar S/o Debasish Talukdar residing at Vill- Khejurdanga, P.O.- Ramnathpur, P.S.- Deganga Dist.- North 24 parganas, W.B. Pin- 743423 declare that my father Debasish Talukdar & Debashish Talukdar is the same and one identical person via an affidavit (Sl No. 3085) of chief Judicial Magistrate, North 24 Parganas, Barasat dated 17/12/24.

## CHANGE OF NAME

I, Sanjay Jaiswal, S/o, Ramsagar Jaiswal, residing at 243/2E/1, A.P.C. Road, Sahityaparishad Street, P.S. Burtalla, Kolkata-700006, solemnly affirm and declare before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Sealdah vide Affidavit No. 218 dated 7th Jan 2025 that actual and correct my name is Sanjay Jaiswal S/o Ramsagar Jaiswal. That Sanjay Jaiswal son of Ramsagar Jaiswal and Sanjoy Shaw son of Ram Shaw are the same and one identical person.

## ।। ঘোষণাপত্র ।।

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, গত 08/01/25 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 121 নং এফিডেভিট বলে আমি **Mrs. Suraka Mukherjee W/o. Dr. Deb Kumar Mukherjee** ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার **Aastha Poly Clinic** নামীয় প্রতিষ্ঠানটি যাহার সাকিন N0093, স্টেশন রোড, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, যাহার লাইসেন্স নং 33831779, রেজিস্ট্রেশন নং 237/2000-01, **অনিবার্য কারন বশতঃ বন্ধ করিতেছি।**

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

## ।। নোটিশ ।।

জেলা-হুগলী,
অতিরিক্ত জেলা ও সেশন জজ (ফাস্ট ট্রাক) চন্দননগর

[illegible] "Address moved" [illegible] স্বয়ং হাজির হইয়া অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উকিলবাবু নিয়োগ মতে নিজ স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

সেরেস্তাদার
ফাষ্ট ট্রাক কোর্ট
চন্দননগর হুগলী
Bench Clerk
Additional District & Sessions Judge
Fast Track, Chandernagore

## E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No- ET- 19/15th CFC (Tied)/CHH/2024-25 & ET- 20/15th CFC (Untied)/ CHH/2024-25.** Last Date of submission-**17.01.2025 up to 1p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.**

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল গণ **(১) দিলীপ কুমার ঘোড়ই, (২)প্রদীপ কুমার ঘোড়ই এবং দীপক ঘোড়ই** -সকলের পিতা শ্রী রাসবিহারী ঘোড়ই, সাং-হরিদ্রাচক,পো:- ইটাবেড়িয়া, থানা-ভুপতিনগর। ইটাবেড়িয়া মৌজার ৩৭১,৩৭২,৪০১,৪০২, ১০৯৮, ১০৯৯ দাগে মোট ৭৫ শতক জলজমি। গত ইং ১১.০৭.২০২৪ তারিখে ভূপতিনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে যথাক্রমে ৩১৯৩,৩১৯৪ ও ৩১৯৫ নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিল গুলিতে **শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার নন্দ, প্রবোধ কুমার নন্দ এবং শ্রী প্রণব কুমার নন্দ,** সকলের পিতা -অনিল নন্দ। উনাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার **শ্রী প্রমোদ কুমার নন্দ** ভূপতিনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে ইং-১০/০৯/২০০৯ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৪নং বাহির ৩১/০৯ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল মূলে রেজিস্ট্রি করিয়াছেন। এবং **শ্রী তরুণ নন্দ, বরুন নন্দ, হীরণ নন্দ, কিরণ নন্দ, তপন নন্দ, শ্রীমতি অপর্ণা রানী নন্দ, শ্রীমত্যা জ্যোৎস্না নন্দ**-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার দ্বয় **(১)শ্রী অরুন নন্দ, (২)শ্রী চন্দন নন্দ** ভূপতিনগর এ.ডি. এস.আর অফিসে ইং ০৭/০১/১৫ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৪নং বাহির ২/১৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সহি সম্পাদন **৬ রেজিস্ট্রি** করিয়াছেন। আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি নাম পত্তনের (মিউটেশন) BHAGWANPUR-ll B.L & L.R.O অফিসে আবেদন করিয়াছেন। কেস নম্বর গুলি যথাক্রমে - MN/2024/1119/17930, MN/2024/1119/17931, MN/2024/1119/17980, MN/2024/119/18483, MN/2024/1119/18484, MN/2025/1119/32, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে যদি কোন অভিযোগ থাকে, বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০দিনের মধ্যে BHAGWANPUR-ll B.L & L.R.O অফিসে অভিযোগ করুন।

**অমিত কুমার বায়েন
এ্যাডভোকেট**
কলকাতা হাইকোর্ট

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

### আমমোক্তার নামা

**১)শ্রী আনন্দ মাইতি ২)শ্রী প্রেমানন্দ মাইতি, ৩)শ্রী নারায়ন মাইতি ওরফে শ্রী নারায়ন চন্দ্র মাইতি, ৪)শ্রী মধুসূদন মাইতি** সকলের পিতা ৺নগেন্দ্র নাথ মাইতি, সকলের সাকিম বালিটিপা নওপাড়া, নওপাড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২১৩৮ মহাশয়গণ বিগত ইং 10/12/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-14154/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী দেবশুভ্র মুখার্জী** পিতা ৺বিশ্বনাথ মুখার্জী, সাকিম নিউ কাজিডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা গোটু, ৬৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৮৫১, ৪৮৭৯, ৪৮৮০ ও ৪৮৪১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫২৬৭ নং দাগে কলাবাগান জমি, প্রতিটি খতিয়ানে সমান ২৫ শতক করিয়া ৪ টি খতিয়ানে মোট ১০০ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

**শ্রী দেবশুভ্র মুখার্জী**
আমমোক্তার

## সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল : আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড,

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমাদের মক্কেল আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড, বারাকপুর শাখার পক্ষে আমি অবগত করছি যে জনৈক শ্রী নারায়ণ পাল, পিতা সুভাষ পাল, সাকিন সুকান্ত সরণি, দক্ষিণ হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বন্ধকী সম্পত্তি জমির পরিমাণ ২.০৬২৫ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা : কামারপোতা, জেএল নং ৮৩, এলআর খতিয়ান নং ২৩৬৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৩৭, থানা : শাসন (পূর্বতন বারাসত), স্থানীয় হাবড়া পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা-এর জন্য ৪,৯৭,৫০২ টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট হস্তান্তর দলিল তারিখ ২২.০৬.২০২২ উক্ত শ্রীমতি শিপ্রা দাস বিক্রয়, হস্তান্তর, প্রদান, নিয়োগ এবং নিশ্চিত করেছেন জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.০৬২৫ ডেসিমেল কমবেশি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি (পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি হিসেবে উল্লিখিত) এবং শ্রী তন্ময় দে এর অনুকূলে। উক্ত দলিল রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর হাবড়া এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫০৮-২০২২, পৃষ্ঠা ৯০১৪০ থেকে ৯০১৫৩, দলিল নং ১৫০৮০৩৯৬৯- ২০২২ সালের।

**বিক্রয় চুক্তি :**
বিক্রয় চুক্তি মোতাবেক তারিখ ১২.১২.২০২৪ উক্ত শ্রী তন্ময় দে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করতে আগ্রহী শ্রী নারায়ণ পালের অনুকূলে মোট বিনিময় মূল্য ৬,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে।

কোনও ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তির কোনও আপত্তি/দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

**বিমান কুমার দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেটস
১২/২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩-৮৯৫২**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১০ ই জানুয়ারি, ২৫শে পৌষ। শুক্রবার। একাদশী তিথি, জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবি মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

**বৃষ রাশি :** মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

**সিংহ রাশি :** সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

**তুলা রাশি :** অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

**ধনু রাশি :** কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

**মকর রাশি :** শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

**মীন রাশি :** আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

**(মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামী র শুভ ভুমিষ্ঠ ও তিরোভাব দিবস। গুরু রামদাস কাটিয়া বাবার প্রয়াণ দিবস। জোব চার্নক র মৃত্যু দিবস। বিপ্লবী শিশির কুমার ঘোষের প্রয়াণ দিবস।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

## E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur - II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 09/CFC Tied and Untied/ 2024-25,** Last date of submission **16.01.2025 up to 4p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram
Panchayat.**

## E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Jamsherpur Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Bagchi Jamsherpur, Nadia. **NIET NO- 10/2024-25, MEMO NO- JGP/594/2025,** Last date of submission **20.01.2025 up to 17p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/- Prodhan,
Jamsherpur Gram
Panchayat.**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand, right, title or interest in respect of the mentioned property or any part thereof share, partition, sale mortgage, charge, lease, lien, license, tenancy, gift, charge, trust, easement, attachment, possession or encumbrance or otherwise howsoever or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven days from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

**SCHEDULE**

ALL THAT piece and parcel lying and situated at Dist. Hooghly, P.S.-Dadpur :- **Mouza- Talchinan Shanihati**, J.L No. 166, R.S. Dag No. 3307, L.R. Dag No. 3427, LR Khatian No. 1265, Nature of land Shali, **Area of land 31 Satak.**
**Mouza- Talchinan Shanihati**, J.L No. 166, R.S. Dag No. 3346, L.R. Dag No. 3471, LR Khatian No. 1265, Nature of land Shali, **Area of land 48 Satak**.
**Mouza- Talchinan Shanihati**, J.L No. 166, R.S. Dag No. 3341, L.R. Dag No. 3464, LR Khatian No. 280, Nature of land Shali, **Area of land 75 Satak.**
**Mouza- Talchinan Shanihati,** J.L No. 166, R.S. Dag No. 3307, L.R. Dag No. 3426, LR Khatian No. 452, Nature of land Shali, **Area of land 32 Satak.**
**Mouza- Talchinan Shanihati**, J.L No. 166, R.S. Dag No. 3459, L.R. Dag No. 3606, LR Khatian No. 5617, Nature of land Shali, **Area of land 33 Satak.**
**Mouza- Talchinan Shanihati**, J.L No. 166, R.S. Dag No. 3257, L.R. Dag No. 3370, LR Khatian No. 2228 & 2229, Nature of land Shali, **Area of land 20 Satak.**
**Mouza- Talchinan Shanihati,** J.L No. 166, R.S. Dag No. 3273, L.R. Dag No. 3386, LR Khatian No. 2228 & 2229, Nature of land Shali, Area of land 22 Satak
**Mouza- Puinan,** J.L No. 26, R.S. Dag No. 3456, L.R. Dag No. 4234, LR Khatian No. 1741 & 2204, Nature of land Shali, Area of land 7 Satak. out of 14 Dec.
**Mouza- Talchinan Shanihati**, J.L No. 166, R.S. Dag No. 3301, L.R. Dag No. 3420, LR Khatian No. 1649, 4687, Nature of land Shali, Area of land 73 Satak.
Mouza- Talchinan Shanihati, J.L No. 166, R.S. Dag No. 3302, L.R. Dag No. 3422, LR Khatian No. 1649, Nature of land Shali, Area of land 36 Satak.
**Mouza- Talchinan Shanihati**, J.L No. 166, R.S. Dag No. 3350, L.R. Dag No. 3475, LR Khatian No. 1060, Nature of land Shali, Area of land **28 Satak out of 42 Satak**.
**Mouza- Talchinan Shanihati,** J.L No. 166, L.R. Dag No. 3489, LR Khatian No. 4781, Nature of land Shali, Area of land **27 satak out 2.16 Acre.**
**Mouza- Beraberi,** J.L No. 136, L.R. Dag No. 305, LR Khatian No. 181, Nature of land Shali, **Area of land 16 Satak.**
**Mouza- Beta,** J.L No. 179, L.R. Dag No. 18, LR Khatian No. 528, Nature of land Shali, **Area of land 29 Satak.**

**Sd/- Golok Chandra Ghosh (Advocate)**
Date: 09/01/2025. Judges' Court Hooghly, Mob: 9007544415

## বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate,
Judge Court, Bankura, Enrol No. F 423/852/2017

# দুলাল হত্যাকাণ্ডে বিস্ফোরক শুভেন্দু



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাওড়ার রামরাজাতলা এলাকায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে মালদার জেলা সহ সভাপতি দুলাল সরকারের হত্যাকাণ্ডে শাসক দলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'এটা এলাকা দখল ও অর্থ তোলার লড়াই। আর আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভার একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনে এসপি প্রদীপ যাদবকে দুলালের নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। আমি আবার বলছি বিপদজনক অবস্থা। এরা গোলাগুলি ছুঁড়বে, আর সেই গুলি আপনার বা আমার মাথায় লাগবে কিনা জানি না।' পাশাপাশি মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ফিরহাদ হাকিমকে এখনই মন্ত্রীসভা থেকে বের করে দিয়ে এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া উচিৎ। উনি ধর্মের নামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে কি ভাবে দখল করতে চান? তিনি তার ধর্মের বড়াই করতেই পারেন কিন্তু অন্যের ধর্মকে অশ্রদ্ধা করতে পারেন না।' এছাড়াও শুভেন্দু মমতা ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের মধ্যের বিরোধকে কটাক্ষ করে বলেন, 'ওগুলো সব লোক দেখানো। , পিসির উপরে রাগ করে লোকেরা ভাইপোর কাছে যায়, আর ভাইপোর উপরে রাগ হলে পিসির কাছে যায়। আমি আবারও বলছি পিসি ছাড়া ভাইপো জিরো, আর ভাইপোর অর্থ ছাড়া পিসি জিরো।'

# মালদাকাণ্ডে তৃণমূলকে তোপ সেলিমের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** 'তৃণমূল চুরি করবে, খুন করবে, ধর্ষণ করবে, আর যদি গ্রেপ্তার না হয়, তাহলে দল বহিষ্কার করবে না।' হাওড়ায় দলীয় কর্মসূচিতে এসে বৃহস্পতিবার এভাবেই তৃণমূল তথা দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন তিনি আরও বলেন, 'আমরা পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে দেখেছি। টাকার পাহাড় বেরিয়ে এসেছিল, তাও দ্রুত পদক্ষেপ করেনি। তাই পুলিশ দলদাস কেন বলি আমরা! যতক্ষন না খুন হচ্ছে, ঘর বাড়ি উড়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পুলিশ তৃণমূলকে গ্রেপ্তার করবে না। তৃণমূলের টাউন সভাপতি, জেলা-সহ সভাপতিকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। হাওড়াতে তৃণমূলের হাতে তৃণমূল যাতে খুন না হয় তাই এখানে নির্বাচন করাচ্ছেন না।



মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন উনি সব খবর রাখেন, তাই প্রথম দিন উনি পুলিশকে গাল দিলেন। তৃণমূলকে কি গাল দিলেন! আর আজকে যখন টাউন সভাপতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তখন উনি তাকে বহিষ্কার করছেন। তাই তৃণমূল চুরি করবে, খুন করবে, ধর্ষণ করবে, আর যদি গ্রেপ্তার না হয় তাহলে দল বহিষ্কার করবে না।'

# 'জীবন রক্ষা' অপারেশনের অধীনে অল্পের জন্য জীবন রক্ষা যাত্রীর



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শালিমার স্টেশনের কর্তব্যরত আরপিএফ আধিকারিকের তৎপরতায় অল্পের জন্য জীবন রক্ষা পেল এক যাত্রীর। ঘটনাটি ঘটে ৮ জানুয়ারি বুধবার, হাওড়ার শালিমার স্টেশনে। ওই দিন শালিমার স্টেশনে ১ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে রাত ৯টা ২০ মিনিটে ছাড়ে ২০৮৩১ সম্বলপুর মহিমাগোসাই এক্সপ্রেস। একজন ৩৫ বছর বয়সি পুরুষ যাত্রী ওই চলন্ত ট্রেনে ;ওঠার চেষ্টা করছিলেন। ভারসাম্য রাখতে না পেরে ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের ফাঁকে প্রায় চলে যান ওই ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্ল্যাটফর্মে কর্তব্যরত আরপিএফ আধিকারিক এনসি মোহন্তর নজরে আসে ঘটনাটি। তিনি ছুটে গিয়ে ওই যাত্রীর হাত ধরে টেনে বের করে তার জীবন রক্ষা করেন। এরপর তাকে নিরাপদে ওই ট্রেনে তুলে দেন। ট্রেন ছাড়ার পূর্বে তিনি আর ওই যাত্রীর বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেনি। সমস্ত ঘটনা প্ল্যাটফর্মের সিসিটিভি ফুটেজে রেকর্ড হয়ে যায়। এই ঘটনাতে আরপিএফ কর্মীর তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও তৎপরতার কাজের জন্য প্রশংসা করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল।

# অনলাইন বিনিয়োগের প্রলোভন, প্রতারণায় ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বছরের ৪ অগাস্ট হাওড়ার গোপাল ব্যানার্জি লেনের বাসিন্দা আসিত কুমার রায় (৭১), মালিপাঁচঘড়া থানায় এসে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি জানান, হোয়াটসঅ্যাপে অজানা কিছু দুষ্কৃতীদের একটি দল তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাকে "EltAs Fud" নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ইনস্টল করার পরামর্শ দেয়। এই অ্যাপের মাধ্যমে তাকে IPO ট্রেডিংয়ের জন্য "Awfis Space Solutions"-এ টাকা জমা করতে বলা হয়। এইভাবে ১৭ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল-এর মধ্যে তিনি মোট ৫২,৫১,০০০ টাকা জমা করেন। এরপর হোয়াটসঅ্যাপে কাউকে যোগাযোগ করতে না পেরে এবং সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। যদিও সেগুলিও বন্ধ থাকায় তিনি প্রতারিত হয়েছেন বলে বুঝতে পারেন। এরপরই তিনি এই বিষয়ে থানাতে লিখিত মামলা দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে মালিপাঁচঘড়া থানার তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই মামলার তদন্তে আধিকারিকরা গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রানজিট রিমান্ডের পর বৃহস্পতিবার তাদের হাওড়া এলডি সিজেএম কোর্টে পুলিশ রিমান্ডের জন্য হাজির করা হয়। আদালত ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন সরাসরি উপকৃত ব্যক্তি এবং অন্যজন প্রতারণামূলক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করে। তাদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট মোবাইল ডিভাইস, সিম কার্ড ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। এই আর্থিক প্রতারণায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আদতে সম্পথ, হরিয়ানার বাসিন্দা মোহিত কুচলকে (৩৩) দিল্লি থেকে ও পূর্ব দিল্লির বাসিন্দা নিতিন সিঙ্গলকে (৪০) গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের থেকে দুইটি মোবাইল ফোন ও তিনটি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়। প্রতারিত অর্থ কোথায় কি ভাবে ব্যবহার হয়েছে ও এই ঘটনাতে আর কারা যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। ধৃতদের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম অপরাধের বিভিন্ন ধারা আইপিসি লাগু করা হয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ ২৫ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার

# চিড়িয়াখানার জমি বাণিজ্যিকরণের প্রতিবাদে পথে শুভেন্দু অধিকারী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চিড়িয়াখানার জমি বেআইনিভাবে বেচতে চলেছে মমতা সরকার। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগে রবীন্দ্র সদন থেকে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাই সরকারি সম্পত্তি বেসরকারির হাতে তুলে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ৫০ কাঠা জমি ১ হাজার কোটি টাকায় বিক্রির চেষ্টা করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। মিছিল থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তাই এখন সরকারি সব সম্পত্তিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে বেচে দিতে চাইছে রাজ্য।'

সূত্রের খবর, রাস্তার যে পাশে মূল আলিপুর চিড়িয়াখানার চৌহদ্দি রয়েছে, তার অপর দিকে রয়েছে চিড়িয়াখানার একটি অ্যাকোয়ারিয়াম, একটি অডিটোরিয়াম, একটি পশু হাসপাতাল, নার্সারি ও স্টাফ কোয়ার্টার। অডিটোরিয়াম আর স্টাফ কোয়ার্টারের হতশ্রী অবস্থা। ওই জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে দিয়েছে রাজ্য। এখানেই শুভেন্দুর অভিযোগ, ৫০ কাঠা জমি ১ হাজার কোটিতে বিক্রির চেষ্টা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বিরোধী দলনেতা। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, কেন এই জমি নিলাম করে বাণিজ্যিক ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হল? এদিকে সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, শহরের মধ্যে যেখানে চিড়িয়াখানা রয়েছে সেখানে জমির দাম সোনার দামের বেশি। তাই চিড়িয়াখানাকে অনেক আগেই কলকাতার বাইরে স্থানান্তরিত করার কথা উঠেছিল। তা ছাড়া শহরের উপর চাপ বাড়ছে, তাই আরও অধুনিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন। যদিও বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'আর্থিকভাবে বাংলা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, সে কারণেই এবার সরকারি সম্পত্তিতে হাত বসাচ্ছে রাজ্য।'

প্রসঙ্গত এই মিছিল নিয়েও অনেক বেগ পেতে হয় বিজেপি নেতাদের। আলিপুর চিড়িয়ানার জমি বেআইনিভাবে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের প্রতিবাদে মিছিলের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ বুধবারই শর্তসাপেক্ষে বিজেপিকে মিছিলের অনুমতি দেয়। অনুমতি দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছিল, দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। রবীন্দ্র সদন থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার পর্যন্ত ১০০০ লোক নিয়ে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। তবে বৃহস্পতিবার ডিভিশন বেঞ্চেও সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখে। অবশেষে বিজেপির মিছিলে অনুমতি দেয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে বলে, সাধারণ মানুষের অসুবিধা করা যাবে না। যাঁরা হাসপাতালে যাবেন, তাঁদের প্রাধান্য দিয়ে জায়গা করে দিতে হবে। কোনও উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা যাবে না।

# ১০ দিনের বঙ্গ সফরে সংঘ প্রধান মোহন ভাগবৎ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দশদিনের জন্য বঙ্গ সফরে সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত-সহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নয় শীর্ষ পদাধিকারী। কেশব ভবনের অন্দরমহল সূত্রে খবর, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা ১০ দিনের বঙ্গ সফরে কলকাতায় থাকবেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। সঙ্গে আসছেন সংঘের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারী সরকার্যবহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে-সহ আট শীর্ষ পদাধিকারী। তিনদিন কলকাতায় একাধিক রুদ্ধদ্বার বৈঠক সেরে ১১ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান যাবেন তাঁরা। সেখানে মধ্যবঙ্গের সংঘকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। বৈঠকের মূল আলোচ্যসূচি রাঢ়বঙ্গ, বিশেষত আদিবাসী ও কুড়মি প্রভাবিত এলাকায় সংঘের কর্ম তৎপরতা ও প্রভাববৃদ্ধি। ১৬ জানুয়ারি সফরের শেষদিন বর্ধমানে জনসভা করবেন ভাগবত।

এদিকে চলতি বছর শতবর্ষে পা রাখছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। সরকারিভাবে সংঘ কর্তারা জানাচ্ছেন, শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে একের পর এক যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা এবং সাংগঠনিক রুটিন বৈঠক করতেই বাংলায় আসছেন ভাগবত ও অন্য শীর্ষ কর্তারা। তবে সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, এই সফরে বাংলায় সংঘের প্রসার থমকে থাকা, সংঘ সম্পর্কে মানুষকে এখনও উৎসাহিত করতে না পারা ও স্বয়ংসেবকদের উৎসাহ হারানো নিয়ে অপ্রীতিকর প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে কেশব ভবনের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্তদের।

তবে এটাও ঠিক ভাগবত, হোসাবলে ও অন্য শীর্ষ পদাধিকারীদের এই নজিরবিহীন ১০ দিনের বঙ্গ সফর সাড়া ফেলেছে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মহলে। কারণ, এই মুহূর্তে প্রতিবেশী বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন ও অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মায়ানমারে আরাকান বাহিনীর প্রতাপে সামরিক জুন্টার ক্রমাগত জমি হারানোর ঘটনা আন্তর্জাতিক জিও-পলিটিক্সে বড়সড় প্রভাব পড়েছে। পাশাপাশি, পূর্ব ভারতে একের পর এক মুসলিম মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনের হদিশ মেলার প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির তৎপরতা দেশের এই অংশে প্রবল। এমন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সন্ধিক্ষণে ভাগবত, হোসাবলে-সহ শীর্ষ সংঘ পদাধিকারীদের ১০ দিনের বঙ্গ সফরের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এর পাশাপাশি কেশব ভবনের অন্দর মহলে খবর আরও অন্য খিছু। বঙ্গ আরএসএসের এক প্রবীণ পদাধিকারীর কথায়, 'দেশভাগের ক্ষত বাংলায় আজও দগদগে। ইসলামিক শাসন ও মুসলিম মৌলবাদের রমরমাও দেশের কোনও অংশের থেকে কম নয়। অথচ গত দুদশকে উত্তর ও মধ্য ভরতে হিন্দু আত্মমর্যাদার উল্লেখযোগ্য উন্মেষ হলেও বাংলা এক্ষেত্রে অনেকটাই পিছনে। কেন এই ব্যতিক্রম, সে প্রশ্ন বারবার উঠেছে সংঘের নিজস্ব বৈঠকে।' এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, সংঘের শতবর্ষ পূর্তির মুখে এই অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে টানা ১০ দিনের বঙ্গ সফরে আসছেন সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত সহ আট শীর্ষ পদাধিকারী।

# আন্দোলনের সঙ্গে আইনি লড়াই জারির প্রতিজ্ঞা অভয়ার বাবা-মা'র

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর কাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শেষ। আগামী ১৮ জানুয়ারি রায়দান করবে শিয়ালদা আদালত। যদিও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তদন্তে অসন্তুষ্ট নির্যাতিতার বাবা-মা। পানিহাটির নাটাগড়ে নিজের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতার মা বলেন, কলকাতা পুলিশ পাঁচ দিনে যা করেছিল। পাঁচ মাসে সিবিআই তাতেই তকমা লাগিয়েছে। সিবিআই শুধু সঞ্জয় রাইকে দোষী প্রমাণিত করেছে। হাসপাতালের ভেতরের কেউ যুক্ত না থাকলে, সঞ্জয় একা কিছুতেই এই করতে পারতো না। প্রকৃত অপরাধীদের সামনে এনে কঠোর শাস্তির দাবি করলেন নির্যাতিতার মা। তাঁর হুঁশিয়ারি, বিচারের দাবিতে আন্দোলনের পাশাপাশি আইনি লড়াইও জারি থাকবে। নির্যাতিতার বাবা বলেন, ১৮ জানুয়ারি রায়দান যাই হোক না কেন। পুনরায় তদন্তের দাবিতে তাঁরা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই ঘটনার পিছনে যারা জড়িত, তাদের সবাইকে সামনে এনে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। তাঁর সংযোজন, সিবিআই এখন তাদের প্রতিপক্ষ। সিবিআই তাঁদেরকে সঠিক উত্তর দিচ্ছে না। কলকাতা পুলিশের পথ অনুসরণ করে তাতেই সীলমোহর দিয়ে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। নির্যাতিতার বাবার সাফ বক্তব্য, তাঁরা কোনওদিনই সিবিআইকে আহ্বান জানাননি। তাঁরা আদালতের কাছে ভালো তদন্তকারী এজেন্সি এবং ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের দাবি করেছিলেন। কিন্তু আদালত সিবিআইকে তদন্ত ভার দিয়েছে। দিল্লিতে দরবার করতে তীব্র অনীহা নির্যাতিতার বাবা-মায়ের। তাঁর বাবার বক্তব্য, কলকাতায় এসেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। তাই তাঁরা দিল্লিতে দরবার করবেন না। আদালত তাঁদের একমাত্র ভরসা। যদিও তাঁর দাবি, বিরোধী দলগুলো তাঁদের সহযোগিতা করছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনবার এসেছিলেন। যাতে তাঁরা সঠিক বিচার পান, উনি সেই চেষ্টাই করছেন।

# দীপকের জামিনের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে কলকাতা পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পাসপোর্ট জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া দীপক মণ্ডলের জামিনের বিরোধিতা করে এবার হাইকোর্টে আবেদন করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ, অন্তত এমনটাই খবর লালবাজার সূত্রে। প্রসঙ্গত, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, এই ঘটনায় কাউকে রেয়াত করা হবে না। এদিকে গত সোমবার পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় কলকাতা পুলিশের হাতে ধৃত দীপকের শর্ত সাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করে আলিপুর আদালত। এবার এই নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানে সমরেশের হাতে পাসপোর্ট ডেলিভারি করা বাবদ ৩ হাজার টাকা করে পেয়েছেন বলেও জানিয়েছিলেন দীপক। সেই সমস্ত তথ্য প্রমাণকে হাতিয়ার করে উচ্চ আদালতে যেতে চলেছে পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, দীপক মণ্ডল অস্থায়ী পোস্টাল কর্মী। এই দীপককেই গত ১৪ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ।

প্রসঙ্গত, পাসপোর্ট কেসে এই ঘটনায় সমরেশ বিশ্বাস ও দীপক মণ্ডল নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে লালবাজার। সোমবার বসিরহাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারকনাথ সেন নামে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে। এই তিনজনের মধ্যে দীপক ও তারক ডাকঘরের অস্থায়ী কর্মী। ধৃতদের জেরা করে লালবাজারের গোয়েন্দারা ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির চক্রের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র থাকার কথা জানতে পারেন।

# এজেন্সি, গুন্ডা আর জেহাদি ছাড়া তৃণমূল সরকারের কিছু নেই: অর্জুন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুরানো একটি মামলায় সিআইডি'র তলব পেয়ে বৃহস্পতিবার বেলায় ভবানী ভবনে হাজিরা দেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বিকেলে ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতা। তাঁর দাবি, 'এজেন্সি, গুন্ডা আর জেহাদি ছাড়া তৃণমূল সরকারের কিছুই নেই।' মমতাকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'উনি চান, এখানে বিরোধীরা রাজনীতি করবে না। ওনার বিরোধী কেউ থাকবে না। তাহলে উনি সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিক।' প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, মনে হচ্ছে, বাড়ি ভাড়া নিয়ে এখানে থাকতে হবে। তাঁরা তো রাজনীতির লোক। তাঁদের নানা ধরনের কাজ থাকে। কিন্তু তদন্তের নামে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, 'অথেন্টিসিটি' বলে কিছুই নেই। তবু বারংবার ডাকা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ২০০৯ সালের একটা ব্যাঙ্ক এস্টেটমেন্ট দেখিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দু'হাজার, চার হাজার কিংবা পাঁচ হাজার টাকা কাকে দিয়েছেন, সেটাও তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তাঁকে হয়রানি করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বাংলায় মমতা সরকারের পায়ের তলায় মাটি নেই। এজেন্সি লাগিয়ে বিরোধীদের শুধু হেনস্থা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান থাকাকালীন অর্জুন সিং নাকি 'চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ডে'র অর্থ ব্যক্তিগত কাজে লাগিয়েছিলেন। সেই অভিযোগে ২০২০ সালের ২৫ আগস্ট ভাটপাড়া পুরসভা তরফে একটা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আর সেই মামলায় সিআইডি-র তলব পেয়ে বৃহস্পতিবার ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তদন্তকারীদের মুখোমুখি হবার আগে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সংসদ অর্জুন সিং বলেন, বারংবার তাঁকে ডেকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ড কেন করা হয়েছিল, সেইজন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে। তাঁর দাবি, আরবান স্কিমের টাকা যখন সরকার না পাঠাতো। তখন ওই স্কিমে নিযুক্ত পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ড থেকে বেতন দেওয়া হত। শুধু তাই নয়, বার্ধক্য ভাতা কিংবা বিধবা ভাতাও ওই ফান্ড থেকে দেওয়া হতো। তাঁর অভিযোগ, তদন্তের নামে বারংবার তাঁকে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে। তাই তিনি এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন। তাঁর সংযোজন, পুলিশ অফিসার যারা এখন বেআইনিভাবে তলব করছেন, সরকার বদলালে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাঁরা অবসর নিলেও ছাড় পাবেন না। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে অর্জুন সিং বলেন, একটা সময় পার্থ ভৌমিকের বিড়ি খাওয়ার পয়সা ছিল না। এমনকি সিপিএমের ত্রাস অঞ্জন দাশগুপ্তের ভয়ে পার্থ ভৌমিক নৈহাটিতে মিটিং করতে পারতো না। তৎকালীন সময়ে তাঁকে মিটিং, মিছিল করতে নৈহাটি ও কাঁচরাপাড়ায় যেতে হত। তাঁর দাবি, বামেদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বামআমলে নৈহাটিতে মারধোর খেয়ে তৃণমূলটা করতেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। পার্থ ভৌমিক তো ২০১১ সালের প্রোডাক্ট। এখন উনি বড় বড় কথা বলছেন। মালদায় তৃণমূল কাউন্সিলর খুন নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, তৃণমূল কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় বড় মাথার নাম কেউ মুখে আনছেন না। ওখানকার নেতারা শুধু বলছেন, ঘটনার নেপথ্যে বড় মাথা রয়েছে। তাঁর দাবি, খুনের ঘটনায় ধৃত নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারিকে বলির পাঠা করা হল। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'ব্যারাকপুর জুড়ে লুটের সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে। শ্যামনগর স্টেশনে এক পরোটা বিক্রেতাকে প্রতি পরোটা পিছু পঁচিশ পয়সা দিতে হয়। আর আতপুর এক্সাইড গেটের এক কচুরি বিক্রেতাকেও প্রতি কচুরি পিছু পঁচিশ পয়সা করে দিতে হয়।'

# অস্বস্তিতে অধীররঞ্জন, ডিভিসি সংক্রান্ত মামলা ফেরালো আদালত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চরম অস্বস্তিতে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর ডিভিসি সংক্রান্ত মামলা ফেরালো আদালত। রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডিভিসি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দড়ি-টানাটানি নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু সেই মামলায় সাড়াই দিল না হাইকোর্ট। উল্টে কংগ্রেস নেতাকে চূড়ান্ত কটাক্ষও করতে দেখা গেল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানমকে।

আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ অধীর চৌধুরীকে মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বলল। ডিভিসি জলে ফি-বছর বন্যা এবং মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে অধীরের জনস্বার্থ মামলা তাই কার্যত কোনও নির্দেশ ছাড়াই নিষ্পত্তি হল।

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার দায়ী করেছেন ডিভিসি-কে। এমনকী রাজ্যের প্রতিনিধিও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিকে, রাজ্যে যে বন্যার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল, সেই তথ্যও সামনে এসেছে। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অধীর চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'সংবাদমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেছি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ডিভিসি চলে গিয়েছে। জল ছাড়া নিয়ে বলেছেন।'

# নৈহাটির বড়মার মন্দিরে ধৃত এক বাংলাদেশী মহিলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দুই সন্তানকে নিয়ে বুধবার রাতে নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মা মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের পাশে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন এক বাংলাদেশী মহিলা। খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে ওই বাংলাদেশী মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম শোভা মল্লিক। তিনি বাংলাদেশের বরিশালের বাসিন্দা। ঘটনা নিয়ে নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে বলেন, বুধবার রাতে কোলের দুই সন্তান নিয়ে এক মহিলা মন্দিরের সামনে বসেছিলেন। বিষয়টি নৈহাটি থানার আইসিকে ফোন করে জানাই। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের বাসিন্দা ওই মহিলার নাম শোভা মল্লিক।

# জেল মুক্ত হতে জামিনের আর্জি ধৃত আফসারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় জেলমুক্ত হতে এবার মরিয়া আফসার আলি। আর সেই কারণেই বৃহস্পতিবার জামিনের আর্জি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। অনুমতি চান মামলা দায়ের করার। আদালত সূত্রে খবর, আফসারের এই আর্জিতে অনুমতি দিয়েছে আদালত। আগামী সপ্তাহে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অভয়া ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের তদন্তে নামে সিবিআই। সেই সময় হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজকে ঘিরে চলা আর্থিক দুর্নীতির পর্দাও ফাঁস হয়। তদন্তে নামে ইডি। সেই মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষও ও তাঁর দেহরক্ষী শেখ আফসার আলি খান। তদন্তকারীদের দাবি, সন্দীপ ঘোষের মদতে ব্যবসায় নামেন তাঁরই দেহরক্ষী। আর জি কর হাসপাতালে স্ত্রীর নামে ক্যাফে খুলে ব্যবসা চালাতেন আফসার। সন্দীপ সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দেহরক্ষীকে। আর তাই সারা হাসপাতাল জুড়ে দাপট দেখাতেন আফসার আলি। এমনকি, রোগী ভর্তির চক্রের সঙ্গেও ওই দেহরক্ষী যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ। তবে কয়েক বছর আগে থেকে সন্দীপ ঘোষের মদতে আফসার আলি আর জি করে বেশ কিছু কাজের বরাত পেতে শুরু করেন। দেহরক্ষী থেকে রীতিমতো ব্যবসায়ী হতে শুরু করেন আফসার।

# প্রতারিত প্রাক্তন এসপি, ধৃত ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কেওয়াইসি আপডেট করানোর নামে প্রতারণা। আর এই সাইবার প্রতারণা চক্রের ফাঁদে এবার কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন এসিপি। লক্ষাধিক টাকা খুইয়ে বিধান নগর পুলিশের দ্বারস্থ তিনি। এই ঘটনায় পুলিশের জালে দু'জন। ধৃতদের নাম শুভ্রাংশ মাঝি এবং অর্কপ্রভ রায়চৌধুরী।

পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন এসিপি লেকটাউনের বসবাসকারী প্রাণ কৃষ্ণ ঘাটা নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখ লেকটাউন থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগে তিনি জানান, কিছুদিন আগে তিনি একটি ফোন পান, যেখানে তাকে ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে একটি রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলে পরিচয় দেন। এরপর ওই ব্যক্তি প্রাক্তন এসিপিকে নিজের কথার জালে ফঁসিয়েও নেন। এরপর ওই ব্যক্তি প্রাক্তন এই পুলিশ কর্তাকে তাঁর কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য মোবাইলে একটি অ্যাপ ডাউনলোডও করতে বলেন। সেই মতন নিজের মোবাইলে ওই অ্যাপটি ডাউনলোড করেন তিনি। এরপরই অভিযোগ প্রাক্তন এসিপির তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১১ লক্ষ টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যায়।

# রায় ঘোষণার দিন শুনেই ফের পথে জুনিয়র চিকিৎসকেরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ডে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয়ে ৬০ দিনের মাথায় ঘোষিত হতে চলেছে রায়। আগামী ১৮ জানুয়ারি শিয়ালদা আদালতে হবে এই মামলার রায়দান। একমাত্র অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের বিচার প্রক্রিয়া চলেছে গত ১৮ নভেম্বর থেকে। আর এখানেই প্রশ্ন তুলছেন নিহতের পরিবার, সহকর্মীরা। তাঁদের দাবি, একা সঞ্জয়ের কাজ নয় এটা। তার সঙ্গে যারা জড়িত, তারা অধরাই থেকে গেল। তাদেরও চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হোক, এই দাবি তুলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফের রাজপথে নামেন জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ।

অনিকেত মাহাতো, দেবাশিস হালদার, আসফাকুল্লা নাইয়া-সহ আরও অনেকেই এদিন শিয়ালদা আদালতের রায়দানের দিন শুনে ফের মিছিলে নামেন। এই প্রসঙ্গে আসফাকুল্লার নাইয়া জানান, 'একটা মর্মান্তিক ঘটনা, তার বিচার হয়ে শাস্তি হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই ঘটনায় একজনকে ঘিরেই বিচার চলল এতদিন। একজন নাকি একাধিক জড়িত এই ঘটনায়, তার সমাধান হল না। আমাদের দাবি, যাদের আড়াল করা হচ্ছে, তাদের সামনে এনে বিচার হোক।' এরই পাশাপাশি অনিকেত মাহাতো জানান, 'আমরা আদালতের অধীনে সিবিআই তদন্ত চেয়েছিলাম। তা হয়েছে।' তবে প্রাথমিক চার্জশিটের পর সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন সিএফএসএল বা ফরেনসিক রিপোর্ট কেন খতিয়ে দেখা হল না তা নিয়েও। সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় জানান, তদন্ত সঠিক পথে এগিয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন না। আর সেই কারণেই তাঁরা নেমেছেন ফের রাজপথে।




প্রসঙ্গত, সঞ্জয় একা অভিযুক্ত নয়, তার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত যারা অত্যন্ত প্রভাবশালী, বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন এই দাবি বারবার উঠেছে। এই দাবি করেছে নির্যাতিতার পরিবারও। তবে সিবিআই সঞ্জয়কেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে ধরেই বিচারপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সেই কারণে সিবিআই তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করতেও দেখা গেছে অনেককেই। যদিও অনেকে আস্থা রেখেছিলেন সিবিআইয়ের সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের উপর। তাতে যদি আরও অভিযুক্তের নাম থাকে। কিন্তু তা পেশ হয়নি এখনও।

# মহিলাদের শৌচালয়ে উঁকি, দমদমে আটক ৩

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দমদম এয়ারপোর্ট এক নম্বর গেট সংলগ্ন এক মহিলাদের বাথরুমে যুবকদের উঁকি দেওয়ার ঘটনায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের উঠে গেল প্রশ্ন। সূত্রে খবর, দমদম এয়ারপোর্ট এক নম্বর গেটের কাছে রামকৃষ্ণ রোড অঞ্চলের একটি অ্যাপার্টমেন্টের নিচে একটি মহিলাদের শৌচালয় রয়েছে। সামনেই বাজার। সেই বাজারে কর্মরত মহিলারাই ওই শৌচালয় ব্যবহার করেন। তার সামনেই অশোক সাউ নামে এক ব্যক্তির ভাড়া নেওয়া পানের দোকান রয়েছে। সেই দোকানে শ্যাম জয়সওয়াল নামে এলাকারই এক যুবক তার দলবল নিয়ে রোজ সন্ধ্যা হতেই ওই পানের দোকানের সামনে জড়ো হতেন। মধ্যরাত পর্যন্ত চলত আড্ডা। হাসিমজার ফাঁকে আড্ডায় চলত নোংরা ইয়ার্কিও। যেহেতু পানের দোকানের পিছনে মহিলাদের শৌচাগার, তাই স্বাভাবিকভাবেই মহিলাদের ওই দোকানের সামনে দিয়েই বাথরুমে যেতে হত। অভিযোগ, যুবকরা মহিলাদের বাথরুমের ভিতর উঁকি দিতেন। আরও অভিযোগ,দোকানের পিছনে ওই বাথরুমে কোনও মহিলা ঢুকলে দরজায় উঁকি মেরে দেখার জন্য বাথরুমের প্লাস্টিকের দরজায় সিগারেটের আগুন দিয়ে ফুটো করেও রেখেছিল তারা। সঙ্গে চলতো অশালীন মন্তব্যও। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ উঠছিল। বুধবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দমদম এয়ারপোর্ট এক নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকা। একজন প্রতিবাদ করায় তাঁর ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এরপরই অভিযোগ দায়ের হয় দমদম থানায়।

এদিকে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্যাম জয়সওয়াল এলাকায় অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

## সম্পাদকীয়

# কোন গুপ্ত চাপ বা আঁতাতের ফলে আরজি কর কাণ্ডের বিচার এখনও আলো দেখল না

সম্প্রতি আর জি কর মামলায় অন্যতম দুই অভিযুক্তের জামিনের কারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন। দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও নব্বই দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে অসমর্থ হওয়ায় আরও এক বার সিবিআই-এর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সামনে দাঁড়াল। নির্যাতিতার হয়ে মামলায় আইনজীবীর না দাঁড়ানো, পরে দাঁড়ালেও তার পরিবর্তন বা মামলা থেকে আইনজীবী সরে আসার পিছনে কোথাও যে রাজনৈতিক হুমকি, চাপ কাজ করেছে তেমন সংশয়ের কথায় অধিকাংশ সুবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক লেখকের সঙ্গে সহমত হবেন। দেশের কোথাও না কোথাও যে নিয়মিত ভাবে নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ বা হত্যা ঘটে চলেছে, তার মধ্যে কতগুলিতে মানুষ প্রতিবাদ করেন বা করছেন? কিন্তু আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আমরা কী দেখলাম? সর্বস্তরের কোটি কোটি মানুষ রাজ্যে, দেশে, এমনকি বিদেশে যে ভাবে রাতদিন এক করে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। বিচার চাই, সুরক্ষা চাই বলে শাসক ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হওয়া বাঁধভাঙা জনস্রোত থামাতে কি কোনও এক গুপ্ত আঁতাঁত বা রাজনৈতিক চাপের কারণেই নির্যাতিতার সুবিচার এখনও মিলল না? কোটি কোটি মানুষ এই পরিণতিতে স্তব্ধ, স্তম্ভিত, এবং চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সত্যিই পুরো বিষয়টা অতি রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে। মানুষ ধরে নিয়েছিলেন, এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দুই প্রধান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ যে দিকে নির্দেশ করেছিল, সেগুলির কারণে দোষীদের শাস্তি অনিবার্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেখানে ন্যূনতম শাস্তিও হল না! উল্টে জামিন হয়ে গেল। আর সেই জামিনের ঠিক পরেই তাই শাসকের শাসনব্যবস্থা ও দেশের বিচারব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে মানুষ আবারও প্রতিবাদের রাস্তায় ফিরতে চাইছেন। কারণ মানুষ জানেন এই ঘটনায় চুপ করে গেলে রাজনৈতিক দলগুলির কর্তৃত্বে থাকা রাজ্য বা দেশের শাসনব্যবস্থায় নারীদের বিপদ ও অবিচার ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

## শব্দবাণ-১৫৮



শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ২. এইসময়ে বন্ধুবান্ধব কাছেপিঠে থাকে না ৩. ভাগ্যের অনুকূলতা ৬. খাজাঞ্চি ৭. মূল অংশের সঙ্গে যুক্ত করা।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. বিবেচিত ২. হেমন্তকালের ধানবিশেষ ৪. অন্নসত্র ৫. হাস্যপরিহাসযুক্ত কথাবার্তা।

**সমাধান: শব্দবাণ-১৫৭**

**পাশাপাশি:** ১. মহিলা ২. ছত্রাক ৫. অগম্য ৮. কমল ৯. অস্ফুট।

**উপর-নীচ:** ১. মধুজা ৩. কড়ুই ৪.পাগড়ি ৬. নৈষ্ঠিক ৭. লোপাট।

## জন্মদিন

## আজকের দিন



ঋত্বিক রোশন

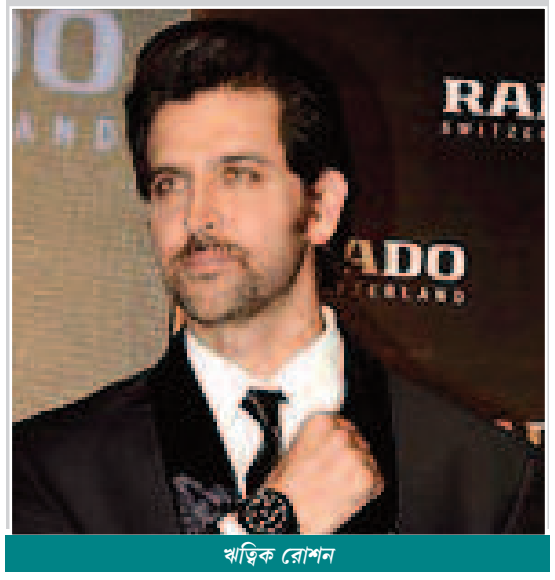

*১৯৩০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক বাসু চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
*১৯৪০ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কে জে যেশুদাসের জন্মদিন।*
*১৯৭৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ঋত্বিক রোশনের জন্মদিন।*

# ভাববার মতো কিছু বিষয়






**অমিত কুমার চৌধুরী**

১. ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হলো কিন্তু লোক বিনিময় হলো না। জিন্না আম্বেদকর পর্যন্ত রাজি গিয়েছিল কিন্তু গান্ধী নেহেরু রাজি হলো না।
২. ভারত ভেঙে তিনটি দেশ তৈরি হলো। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ইসলিমক রাষ্ট্র হলো কিন্তু ভারত হলো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অথচ ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হওয়া উচিত ছিল।
৩. পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ কোনো অধিকার নেই ।অথচ ভারতে সংখ্যালঘুদের তা আছে।
৪. পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু রাষ্ট্রপতি হয় নি কিন্তু ভারতে তিন জন মুসলিম রাষ্ট্রপতি হয়েছে।
৫. ভারতে ক্রিকেট দলে প্রতিবছর কমপক্ষে একজন মুসলিম খেলোয়াড় থাকে কিন্তু পাকিস্তানে তো নেই আর বাংলাদেশে থাকলে ব্যতিক্রম হয়।
৬. ভারতে অসংখ্য মুসলিম অভিনেতা, গায়ক দেখা যায় কি তো বাংলাদেশে সামান্য কিছু থাকলেও পাকিস্তানে নেই।
৭. পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা দিন প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে অথচ ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা চিন্তাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৮. স্বাধীনতার পর ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আড়াই গুণ আর মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সাড়ে চারগুণ।
৯. বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে হিন্দুদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই কিন্তু ভারতে মাদ্রাসা ও চার্চ আছে।
১০. ভারতে হিন্দুরা কোনো ধর্মীয় শিক্ষা দিতে পারবে না, অথচ মুসলিম খ্রিস্টানরা পারবে।
১১. ভারতে হিন্দুপ্রধান রাজ্যে মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী করেছে হিন্দুরাই বিহারে আব্দুল গফুর,মহারাষ্ট্রে এ আর অন্তুলে, আসামে আনোয়ারা তৈমুর কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন মুসলিম প্রধান কাশ্মীরে একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী
১২. ভারতে সুপ্রিম কোর্টে বেশ কয়েকজন মুসলিম প্রধান বিচারপতি হয়েছেন অথচ বাংলাদেশ এক হিন্দু প্রধান বিচারপতি হলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় এই কারণে যে মুসলিম দেশে কখনও হিন্দু প্রধান বিচারপতি হতে পরে না।
১৩. ভারতে মুসলিমরা চারটি বিয়ে করলে কোনো শাস্তি হবে না কিন্তু হিন্দু বিয়ে করলে চারটি বিবি থাকা মুসলিম বিচারক সেই হিন্দুকে শাস্তি দিতে পারবে।
১৪. বিশ্বে কোনো মুসলিম দেশ সেক্যুলার নয় অথচ একমাত্র হিন্দুপ্রধান ভারত সেক্যুলার।
১৫. স্বাধীনতার পর পরই ভারত গণতান্ত্রিক কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশ অধিকাংশ সময় সামরিক শাসনে।
১৬. ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ অথচ ধর্মের নামে পৃথক মাদ্রাসা বোর্ড কেনো?
১৭. সংখ্যালঘু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই কিন্তু হিন্দুপ্রতিষ্ঠানে কেনো থাকবে?
১৮. বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশেই তিন তালাক, ওয়াকফ বোর্ড, মুসলিম পার্সোনাল ল নেই তবে ভারতে থাকবে কেনো?
১৯. দেশে দাঙ্গা যাতে না হয় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির জন্য আমাদের জাতীয় নেতারা দেশভাগ মেনে নিয়েছিল, অথচ আজও দাঙ্গা বন্ধ হচ্ছে না, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি আসছে না কেনো?
২০. হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে, এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, কোন হানাহানি করে না কিন্তু বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে মুসলরাই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা করে কেনো?
২১. হিন্দুর শাসনে মুসলিমরা ভালো থাকবে না তাই আলাদা দেশ পাকিস্তান চেয়েছিল মুসলিমরা। কিন্তু মুসলিম দেশ পেয়েও তারা ভারতের থেকে খারাপ আছে কেনো?
২২. স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সমাজবাদী ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই পাকিস্তান বাংলাদেশে, কিন্তু দেশবিভাজনকারী মুসলিম লিগ বহাল তবিয়তে ভারতে।
২৩. বাংলাদেশ পাকিস্তানে ফেলে আসা হিন্দুদের সব সম্পত্তি মুসলীরা অথবা সরকার সব দখল করে নিয়েছে। কিন্তু ভারতে ওপার থেকে আসা হিন্দুরা মুসলিমদের কোনো সম্পত্তি দখল নেয় নি। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া।
২৪. ভারতে হিন্দু অত্যাচারী শাসকদের নামে আজও রাস্তা ও অন্যান্য স্থান আছে।আর বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে মহান হিন্দুদের নামে কিছু নেই ,থাকলেও তা ধ্বংস করা হচ্ছে।
২৫.ভ ারতে Muslim India নামে পত্রিকা চলে কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারেন বাংলাদেশ পাকিস্তানে –Hindu Pakistsn বা Hindu Bagladesh নামে কোনো পত্রিকা!
২৬. পাকিস্তান বাংলাদেশ ছেতেই দিলাম এই হিন্দু প্রধান ভারতেই হিন্দুর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলিমরা বাধা দেয়, আক্রমণ করে মূর্তি ভাঙ্গে, হুমকি দিয়ে যায় হিন্দুদের ।কিন্তু ওই দুই দেশে হিন্দুরা কি এইরকম বর্বরতা দেখায়?
২৭. কোন মুসলিম ছেলে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করলে হিন্দুরা কোনো হিংস্র আচরণ করে না কিন্তু বিপরীতটা হলে মার দাঙ্গা শুরু হয় কেনো।
২৮. হিন্দুরা কখনও ধর্মান্তর করে না, কিন্তু মুসলিম, খ্রিস্টানেরা ছলেবলে লোভে জোর জবরদস্তি করে হিন্দুদের ধর্মান্তর করে।
২৯. হিন্দু সংগঠনগুলোর বিরোধীতা হিন্দুরাই করে কিন্তু মুসলিম সংগঠনগুলোর বিরোধীতা মুসলিমরা করে না।
৩০. যে কমরেডরা হিন্দু পাড়ায় গিয়ে বলে ধর্ম আফিং, সেই কমরেডরাই মুসলিম পাড়ায় গিয়ে বলে সংখ্যালঘুদের ধর্ম রক্ষা করতেই হবে।
৩১. হিন্দু কমরেড বিকাশ ভট্টাচার্য গোমাংস খেয়ে কতবড় সেক্যুলার প্রমাণে ব্যস্ত অথচ কমরেড মহম্মদ সেলিম শুয়োরের মাংস খাওয়ার সাহস দেখাতে পারেন নি।
৩২. ওপার বাংলা কমরেডরা নিজেদের ফেলে আসা জমিগুলো মুসলমানেরা দখল করে নিয়ে এপারে সেই কমরেডরা বর্গাদার প্রথার নামে হিন্দুর জমি নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দিলো।
৩৩. দেশ ভাগের ফলে ওপার এপার দুই বাংলাতেই হিন্দুর সংখ্যা সম্পত্তি, প্রভাব সব কমলো আর বিপরীতে মুসলমানদের বাড়ল।
৩৪. ভারতে কোনো প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সাহায্য করে। কখনও দেখেছেন মুসলিম বা খ্রিস্টান সংগঠনগুলো অমুসলমান বা খ্রিস্টানদের সাহায্য করতে।
৩৫. ইসকন বাংলাদেশে মুসলমানদের আশ্রমে সসম্মানে ভোজন করিয়েছে দুস্থদের মুসলমান সহ সাহায্য করেছে। মসজিদে এক হিন্দুকে সাহায্য না করে হিন্দু বলে তাড়িয়ে দিয়েছে covid এর সময়। হিন্দুরা ভারতে এই রকম আচরণ করার উদাহরণ আছে?
৩৬. হিন্দুরা বড়দিনে চার্চে গিয়ে যীশুকে সম্মান প্রদর্শন করে, কখনও দেখেছেন খ্রিস্টানরা হিন্দু মন্দিরে গিয়ে হিন্দুর দেব দেবীকে প্রণাম করতে।
৩৭. বাইবেলে বলা আছে পৃথিবী চার হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে যা বিজ্ঞান ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। মাদার টেরেসাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন আপনি বিজ্ঞানের কথা মানবেন, না বাইবেলের কথা মানবেন। মাদার বলেন বাইবেলকেই মানবেন। একজন ব্যক্তি বললে কী হতো ভেবে দেখুন।
৩৮. রামকৃষ্ণের অস্তিত্ব নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলার সাহস দেখান কিন্তু তারাই যীশুর পুনর্জন্ম বা হজরত মহম্মদের ঘোড়ায় চড়ে স্বর্গে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করার সাহস কেনো দেখান না।
৩৯. ইরানে একটি কিশোরী ঠিক মত হিজাব পড়েনি বলে তাকে পুলিশ হত্যা করে, প্রতিবাদে সে দেশের বহু মেয়ে চুল কেটে হিজাব বোরখা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে আর ভারতে দিন দিন হিজাব বোরখার ব্যবহার বাড়ছে।
৪০. মনু সংহিতা নিয়ে মানুবাদী বলে দাগানো হয় হিন্দু সংগঠনগুলোকে যদিও, বর্তমানে মামু সংহিতার প্রয়োগ কেউই করে না। অথচ কোরআন, হাদীসের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে সেই নিয়ে প্রগতিশীল আধুনিক মানুষের কোনো হেলদোল নেই।
৪১. ভারতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোকে নারী বিরোধী তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়। অথচ এরাই মসজিদে আজও কোনো মুসলিম নারীর প্রবেশাধিকার নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন না।
৪২. অখন্ড বাংলায় ৫৫ শতাংশ মুসলিম থাকা সত্বেও একজনও দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসিতে ঝোলেনি। অথচ ক্ষুদিরাম থেকে প্রীতিলতা কতশত হিন্দু বিপ্লবী ফাঁসির কাঠকে চুম্বন করেছিল হাসিমুখে।
৪৩. হিন্দুরা জীবন দিয়ে দেশ স্বাধীন করলো, মুসলিমরা হিন্দুর বুকে চাকু বসিয়ে পাকিস্তান পেয়ে গেলো।
৪৪. মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ স্বাধীন করতে লক্ষাধিক হিন্দু জীবন দিলো, কুড়ি হাজার ভারতীয় হিন্দু সৈনিক নিহত হয়ে ছিল। ওরা বলছে ভারত কিছুই করেনি। কতখানি অকৃতজ্ঞ।
৪৫. আরএসএস, বিজেপি, ভিইচপি প্রভৃতি সংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী কিন্তু মুসলিম লিগ, আইএসএফ MIM–ISF IPF সেক্যুলার।
৪৬. ঢাকায় বা করাচিতে কোনো হিন্দু মেয়র আশা করেন? হিন্দু প্রধান কলকাতায় কিন্তু মুসলিম মেয়র।
৪৬. আরএসএস পরিচালিত কোনো স্কুলে মৌলবাদের পাঠ দেওয়া হয় না। কিন্তু কিছু মাদ্রাসায় মৌলবাদের পাঠ দেওয়া হয়। বুদ্ধদেব বাবুর মন্তব্য স্মরণীয়।
৪৭. হিন্দু ঐক্যের কথা বললেই গেলো গেলো রব ওঠে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যের কথা বললে সকলেই নিশ্চুপ।
৪৮. একজনও হিন্দুর নাম বলতে পারবে কেউ যিনি মসজিদ ভেঙে মন্দির তৈরি করেছেন। কিন্তু বিপরীত উদাহরণ ইতিহাসে প্রচুর।
৪৯. মুসলিমদের হতে হিন্দুরা এতো মার খাওয়ার পরও হিন্দুরা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই বলে। কিন্তু মুসলিমরা শুধু মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই বলে।
৫০. মুসলিমরা ব্রিটিশরা আমাদের দেশ কতবার আক্রমণ করেছে। কিন্তু ভারত বা হিন্দু পৃথিবীর কোনো দেশকে আক্রমণ করে নি বা কোনো সভ্যতাকে ধ্বংস করেনি তার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে।

# স্বামীজীর পরিভাষায় আগে আত্মসম্মানজ্ঞান

**শুভজিৎ বসাক**

স্বামী বিবেকানন্দ, পরাধীন ভারতে তো অবশ্যই স্বাধীন ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে স্ফুলিঙ্গের এক মনুষ্য রূপ যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ এতগুলো বছর পরে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ছোট ছোট প্রেক্ষাপটগুলো তাঁর অন্যান্য অবদানের সাথে পরিচিত হলে যেকোনও মানুষের নিজেকে জানতে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা ১২ই জানুয়ারী তাঁর পূণ্য আবির্ভাব লগ্নেই খালি মনে করা উচিৎ নয়, সেটি পাথেয় হোক সবসময়ের।

একবার বিদেশে যাওয়ার আগে আবু রোড স্টেশনে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করার মুহূর্তে স্বামীজীর কম্পার্টমেন্টে বসেই তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলেন তাঁর এক বাঙালি অনুরাগী যিনি পেশায় রেলকর্মচারী। এমন সময়ে এক ইউরোপীয়ান টিকিট চেকার এসে সেই ভদ্রলোকটিকে নেমে যেতে বললে তিনি নিয়মবিরুদ্ধ যে কিছু করেননি সেটা সাহেবকে বোঝাতে চেষ্টা করলেও সাহেব তা শুনতে না চাইলে তাদের দু'জনের মধ্যে তর্ক বেধে তা বেড়ে গেলে স্বামীজী মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করেন। সাহেব স্বামীজীকে সামান্য সন্ন্যাসী ভেবে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'তুম কাহে বাত করতে হো?' এবং এই শুনে স্বামীজী গর্জে উঠে জবাব দিয়েছিলেন, 'তুম' বলছ কেন? ঠিকমতো ব্যবহার করতে জান না? তুমি ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের দেখাশুনা করে থাক, আর লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে জান না? 'আপ' বলছ না কেন? বেগতিক দেখে সাহেব ইংরেজিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানায় যে সে এই ভাষাটা ভাল করে জানে না, শুধু এই লোকটাকে (জ্জ দ্র:ত্ত ন্দ্রখ:ঠ্ঠত্রত্ম ষ্ঠন্ত দ্বখ:...)। স্বামীজী এই মন্তব্য শুনে তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি এই বললে হিন্দি ভাষাটা ভাল জান না অথচ তুমি তোমার নিজের ভাষাটাও ভাল জান না। 'লোকটা' বলছ কাকে? উনি একজন 'ভদ্রলোক' (ঝত্র:ঠ্ঠত্ত্বদ্বখ:)। স্বামীজী সাহেবটিকে বললেন যে তাঁর এই দুর্ব্যবহারের কথা তিনি তাঁর উপরওয়ালাকে জানাবেন এবং এই কথা শুনে ভয় পেয়ে সাহেবটি লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেখান থেকে বিদায় নিয়েছিল। এই ঘটনার সাক্ষী থেকেছিলেন উপস্থিত বহু সাধারণ যাত্রী ও মানুষ।

পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে স্বামীজী প্রকাশ করেছিলেন যে আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাবে নিজস্ব দর না বুঝে ব্যবহার করাতেই অযোগ্য যেকোনো লোক আমাদের ঘাড়ে চড়তে চায়। যথাযথ পরিসরে নিজেকে প্রকাশ করাই হল শিক্ষার মূল কথা। তাই অন্যের কাছে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে না পারলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমান করলে তাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কোনও মানুষের মধ্যে যথাযথ শিক্ষা ও সভ্যতার অভাবে সে আত্মসম্মানজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে বলেই যেকোনও অযোগ্য মানুষও তাকে অপমান করলে সে চুপ করে তা হজম করে।

আজকের এক অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর জীবনের এই ঘটনাক্রম সামাজিক পরিসরে প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে কারণ এই আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাবেই যেকোনও মানুষের মধ্যে নৈতিকতার অভাব প্রকট হয়েছে যারফলে বিশ্বজুড়ে হানাহানি, পদে পদে নিন্দা প্রসারের মত সঙ্কীর্ণতা প্রকট হয়েছে। এক্ষেত্রে বাঁধাধরা পুঁথিগত শিক্ষাকে দায়ী করা যেতেই পারে। সাধারণ মানুষ বইয়ের বাইরে মুখ তুলে তাকিয়ে বিশ্বকে জানার আগ্রহ দেখায় না ফলে সে সীমিত বুদ্ধির অধিকারী হয়, শিক্ষিত বলে প্রচারিত হয়। বাস্তবে সারা পৃথিবীতে জ্ঞান বিতরণ করে বেড়ানো স্বামী বিবেকানন্দের পুঁথিগত বিদ্যায় সায় ছিল না, তিনি পুঁথিগত বিদ্যায় তেমন মেধাবী ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি ৪৭ শতাংশ নম্বর পান। এফএ পরীক্ষায় ৪৬ শতাংশ নম্বর ও বিএ পাশ করেন ৫৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে। তিনি জ্ঞানের উন্মুক্ত পরিবেশনা করেছিলেন মূলতঃ ভারত ভ্রমণ এবং তার দর্শনের মধ্যে একাত্ম অনুভব করে। এরপরে তিনি বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের এক মেলবন্ধন ঘটালে ভারতবর্ষ নামটির সাথে আধুনিক বিশ্ব পরিচিত হয়, আগ্রহবৃদ্ধি করে। বাস্তব বিশ্ব প্রকৃতির সাথে পরিচিত হলে তার পুনর্গঠনে মানসিক ভাবনার উদ্রেক হয় তাঁর মধ্যে। স্বামীজী অনুভব করেছিলেন যে অর্জিত শিক্ষা সামাজিক রূপায়ণে উপকরণ হিসাবে কাজে লাগে সেটাই আত্মসম্মানজ্ঞানের কাঠামো গড়ে তোলে এবং সেই শিক্ষার প্রসার ঘটে বিশ্বমানসের সাথে পরিচিতির ফলে। তখনই সামনে উপস্থাপিত হয় যে পুঁথিগত শিক্ষার জোরে একজন মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে সে আসলে বাস্তবকে এড়িয়ে নিজেকে সফল দেখাতে মিথ্যা প্রয়াস করে যায়, এতটুকুও আত্মসম্মানজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে পারেনি সে।

যদি তাইই হতো তবে বর্তমানে খাতায় কলমে বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষ তার শিক্ষার প্রতি নূন্যতম সম্মান দেখাতে কৃপণতা প্রদর্শন করত না। যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে সে সমূহ আত্মসম্মানজ্ঞানহীন কাজ করতে বহুবার ভাবে না। এরমধ্যে চুরি, দুর্বৃত্তি, ঘুষ নেওয়া, প্ররোচনা করা ইত্যাদি আরও নিকৃষ্ট কাজ পর্যায়ক্রমে উঠে আসে। এতে বাকি মানুষের মধ্যে সামাজিক ভুল বার্তা যায়। আবার কিছু মানুষ শিক্ষাকে শুধুই উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে যৎসামান্য পরিসরে গ্রহণ করে যারফলেও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অধরা থেকে যাচ্ছে এবং সেটা ক্রমান্বয়ে ক্রমাগত ভাবে হয়ে চলেছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে নিজেকে চিনতে পারবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে সে আত্মসম্মানজ্ঞানহীন হচ্ছে অর্থাৎ আত্মসম্মানজ্ঞানহীন কাজে তার একটুও অনীহা থাকে না। উচিৎ অনুচিৎ সম্পর্কে ধারণা লোপ পাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এসে স্বামীজীর মত মহাপুরুষের জীবনী নিজেকে চিনতে সাহায্য করে আর সেগুলো শুধুই অবসরের বিনোদন হিসাবে পাঠ্য হলে প্রভূত আত্মসম্মানজ্ঞান মুক্তির জন্য ছটফট করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।।

# মালদার ঘটনার জের, তৃণমূল নেতাকে পুলিশি নিরাপত্তা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** মালদায় তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনার পর বেশ কিছু শাসক নেতাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হল। আসানসোলের তৃণমূল নেতা তথা আসানসোল পুরনিগমের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সদস্য অশোক রুদ্র, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিশ্বনাথ নোনিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য রামকৃষ্ণ ঘোষকে পুলিশের নিরাপত্তা দেওয়া হল।

প্রসঙ্গত; দিন কয়েক আগে মালদায় এক তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন ওই তৃণমূল নেতার নিরাপত্তা থাকলেও কেন তুলে নেওয়া হয়। এই নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এই ঘটনার পর আগে যে সমস্ত তৃণমূল নেতার নিরাপত্তা ছিল তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে পানাগড়ের রঘুনাথপুরের বাসিন্দা, আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রামকৃষ্ণ ঘোষকেও পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয় বুধবার থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

রামকৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে তিনি খুশি। এই বিষয়ে কেন তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হল সেই বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু জানাতে চাননি। তবে তিনি বলেন, প্রশাসন যেটা ভালো বুঝেছে সেটা করেছে। তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। সূত্রে খবর তিনি আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের বর্তমান ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কারণে বেশ কয়েকবার ব্লকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। ব্লক সভাপতির পদ থেকে তাঁকে সরানোর পর ব্লকজুড়ে বারবার সংঘর্ষের পর থেকে দলের কর্মসূচিতে তাঁর তেমন ভাবে উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছিল না।

যদিও এই বিষয়ে তিনি বলেন, যে কোনও রাজনৈতিক দলে কর্মীদের মধ্যে ভিন্ন মতাদর্শ থাকে, যার কারণে মনোমালিন্য বাড়ে। অনেক কর্মী তাঁকে অপছন্দ করেন, তাঁর নামে অনেক মিথ্যা অভিযোগও তোলা হয়েছিল কিন্তু কেউ কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। তবে অনুব্রত মণ্ডল জেল থেকে ফেরার পর থেকে রাজনৈতিক ভাবে ফের সক্রিয় হওয়ায় ও আউশগ্রামের দায়িত্বে থাকার কারণে অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী হিসেবে রামকৃষ্ণ ঘোষের এই পুলিশি নিরাপত্তা পাওয়ায় আগামী দিনে দলের হয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তা অনেকটাই মনোবল বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ আউশগ্রাম অঞ্চলে অধিকাংশ এলাকা জঙ্গল ঘেরা। যার কারণে রাতের অন্ধকারে দলীয় কর্মসূচি সেরে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হত। পুলিশি নিরাপত্তা থাকায় এবার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদান করাটা তার পক্ষে অনেকটাই সুবিধার হবে।

তৃণমূল নেতার জন্য পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়াকে নিয়ে কটাক্ষ করেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা। তিনি বলেন, তৃণমূল দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। রাজ্যজুড়ে যে ভাবে তৃণমূল নেতারা একে অপরকে গুলি করে হত্যা করছেন, তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তার দাবি, তৃণমূল দল আর বেশিদিন টিকে থাকবে না। বাংলার মানুষ এটা বুঝে গিয়েছে এই তৃণমূল দল আর বাংলায় টিকে থাকবে না।

# ভারত-বাংলাদেশ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বেনাপোলে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল:** ভারত বাংলাদেশ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশের বেনাপোলে বৈঠক করলেন বিজিবি এবং বিএসএফের আধিকারিকরা। বর্তমান বাংলাদেশের ইউনুস সরকার আসার পর দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা হলেও ফাটল ঘটেছে। ইতিমধ্যেই ভারতের একাধিক সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতার দেওয়ার সময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়। এমনকী উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদার রনঘাট সীমান্ত এলাকায় ভারতের মধ্যে থাকা কিছুটা অংশ বাংলাদেশ দখল করেছে বলেও দাবি করে বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এবার এশিয়ার বৃহত্তম স্থলবন্দর হিসেবে পরিচিত ভারতের পেট্রাপোল এবং বাংলাদেশের বেনাপোল সেই বেনাপোল বন্দরেই বাংলাদেশের সেনা কর্তাদের আমন্ত্রণে টাকা জরুরি বৈঠকে সামিল হয়েছেন ভারতের বিএসএফের কর্তারা। দীর্ঘ প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে এই বৈঠক। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বেনাপোলে বিজিবি-র সঙ্গে রুটিন বৈঠক ছিল বলে জানিয়েছেন বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টইয়ারের আইজি, এছাড়াও সীমান্তে কাঁটাতার নিয়ে বিজিবির সঙ্গে মতবিরোধ নিয়ে তিনি বলেন, সীমান্ত নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই, পাশাপাশি বিএসএফ খুব ভালোভাবে সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন।

# বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী দেখতে উপচে পরল ভিড়



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় ১৮তম কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী। পরিচালনায় কোন্নগর পুরসভা। মেলা চলছে ৩ থেকে ১২ জানুয়ারি কোন্নগর মা শকুন্তলা কালীবাড়ির পাশে খেলার মাঠে। বইমেলাকে কেন্দ্র করে বইপ্রেমীদের ভিড় উপচে পড়ে। বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিকরা, প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল।

ইতিমধ্যে কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এসে বইমেলা ঘুরে গেলেন মেলার দিনগুলিতে উপস্থিত থাকছেন বিশিষ্ট অতিথিরা সংগীতশিল্পীরা। অসাধারণ পুষ্প প্রদর্শনী বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এছাড়া নানারকম গাছের প্রদর্শনী চলছে মেলায়। এবার ৪২টি বইয়ের স্টল ছোট বড় মিলিয়ে আছে নামি প্রকাশনার বইয়ের স্টল আছে ইসকনের স্টল। খাবার স্টল বইমেলা প্রাঙ্গণ অলোক শয্যায় সেজে উঠেছে সুদৃশ্য তোরণ বইমেলার গেটে। এই বইমেলায় ৮ থেকে ৮০ শিশু থেকে নবীন প্রবীণদের ভিড় চোখে দেখার মতো তাঁরা স্টল ঘুরে ঘুরে বই কিনছেন। কোন্নগর বইমেলায় শিশু থেকে বড় সকলেই চোখ রাখছেন বায়োস্কোপের কাচে। আর তাতেই দেখা মিলছে বর্তমান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কাহিনি থেকে ডেঙ্গি সচেতনতা বার্তার।

এই বইমেলা প্রসঙ্গে কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস বললেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী এবার ১৮ বছরে পড়ল। মেলা উদ্বোধন করেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি ছিলেন মন্ত্রী ববি হাকিম সহ অতিথিবৃন্দ এখনও আসছেন বাকি দিনগুলোতেও আসবেন অনেকে মেলায় স্টল আছে অনেকগুলো নামীদামি প্রকাশনার বইয়ের স্টল আছে। সুদৃশ্য পুষ্প প্রদর্শনী চলছে। সবাইকে বলছি মেলায় আসুন। বই কিনুন। বই উপহার দিন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'


**এসবিআই লা মার্টিনিয়ার শাখা (০০৩৮৮১)**
লা মার্টিনিয়ার মেইন বিল্ডিং ইউএন ব্রহ্মচারী সরণি, এলগিন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই লা মার্টিনিয়ার শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন। **ঋণগ্রহীতা : প্রতিমা রায়,** প্রযত্নে কৃষ্ণপদ রায়, গ্রাম সাতকল্লা, পোঃঅঃ লখনপুর, জেলা পুরুলিয়া ৭২৩১০৫

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ১৩.০১.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ ক্যারট | গ্রস ওজন ২.২০ গ্রাম নিট ওজন ২.০৯ গ্রাম | ২টি রিং |
| ২. | ১৩.০১.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ ক্যারট | গ্রস ওজন ১২.১৫ গ্রাম নিট ওজন ১১.৫৪ গ্রাম | ১টি চেন |

তারিখ: ১০.০১.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



**বিজ্ঞপ্তি**

বেড়াকামগাছি সিমআঁইশতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর বোর্ড নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত 06/01/2025 তারিখে উক্ত সমবায়ের নোটিশ বোর্ডে। যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ 13/01/2025 ও 14/01/2025 এবং শুনানির তারিখ 20/01/2025.

S/d,
Assistant Returning Officer
Berakamgachi Shimaishtala S.K.U.S LTD.
Berakamgachi, Ranaghat-1, Nadia

**বিজ্ঞপ্তি**

সাহেবডাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিঃ এর বোর্ড নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত 06/01/2025 তারিখে উক্ত সমবায়ের নোটিশ বোর্ডে। যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ 13/01/2025 ও 14/01/2025, এবং শুনানির তারিখ 22/01/2025।

S/d,
Assistant Returning Officer
Sahebdanga S.K.U.S. Ltd.
Sahebdanga, Ranaghat-1, Nadia

**বিজ্ঞপ্তি**

ঘোড়াঘাটা আনন্দনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর বোর্ড নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত 06/01/2025 তারিখে উক্ত সমবায়ের নোটিশ বোর্ডে। যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ 13/01/2025 ও 14/01/2025 এবং শুনানির তারিখ 20/01/2025.

S/d,
Assistant Returning Officer
Ghoraghata Anandanagar S.K.U.S LTD.
Arkhisma, Aranghata, Ranaghat-I, Nadia.

**বিজ্ঞপ্তি**

নাজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর বোর্ড নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত 08/01/2025 তারিখে উক্ত সমবায়ের নোটিশ বোর্ডে। যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ 15/01/2025 ও 16/01/2025 এবং শুনানির তারিখ 21/01/2025.

S/d,
Assistant Returning Officer
Nazirpur S.K.U.S LTD.
Nazirpur, Ranaghat-I, Nadia.



**"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"**
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর), ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
এবং
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
**স্টেসালিট সিস্টেমস লিমিটেড**
(CIN : U31908WB2010PLC155476)
রেজিস্টার্ড অফিস স্টেসালিট টাওয়ারস, ২য় তল, প্লট নং ই২-৩, ব্লক ইপি-জিপি, সল্টলেক, সেক্টর ৫, উত্তর পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১, ভারত সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, সোমবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের (কলকাতা)" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যের (মুম্বই)"-তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

**রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা :** স্টেসালিট টাওয়ার, স্টেসালিট টাওয়ারস, ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, বিধাননগর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১

স্টেসালিট সিস্টেমস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
গীতিকা চতুর্বেদী
কোম্পানি সেক্রেটারি
এম. নং : এ৪৭১৭৬

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০১.২০২৫



**ফর্ম এ - সাধারণ ঘোষণা**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
**মেশিন ওয়ার্কস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | | |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট ডেটরের নাম | মেশিন ওয়ার্কস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড |
| ২. | কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ | ৮ই আগস্ট, ১৯৮৪ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত | আরওসি - কলকাতা |
| ৪. | কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং | U02720WB1984PLC037812 |
| ৫. | কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা | মোতিজুগ হাউস, ১ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭ |
| ৬. | ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ | ৮ই জানুয়ারী, ২০২৫ |
| ৭. | ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ | ৭ই জুলাই, ২০২৫ |
| ৮. | সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর | শ্রী অরুণ কুমার গুপ্তা, রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00013/2016-2017/10037 এএফএ নং- AA1/10037/02/300625/106840 এএফএ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত বৈধ |
| ৯. | বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল | ঠিকানা- পি-১৫ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১ ইমেল: guptaarunkumar2001@yahoo.com |
| ১০. | সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল | ঠিকানা: পি-১৫ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১ প্রসেস ই মেল আইডি- machineworks.ibc@gmail.com |
| ১১. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ | ২২শে জানুয়ারী, ২০২৫ |
| ১২. | বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এব (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত | উপলব্ধ নয় |
| ১৩. | সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম) | উপলব্ধ নয় |
| ১৪. | (ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত উপলব্ধ : | ওয়েব লিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **মেশিন ওয়ার্কস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড** -এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ০৮.০১.২০২৫ তারিখে উল্লেখ্য এনসিএলটি অর্ডার C.P. (IB)/200(KB)2022 অধীনে।

**মেশিন ওয়ার্কস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড** -এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২২.০১.২০২৫ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

**তারিখ ১০.০১.২০২৫,** — **অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর :**
**স্থান : কলকাতা** — **অরুন কুমার গুপ্তা**



**ফর্ম এ - সাধারণ ঘোষণা**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
**মতিযুগ এজেন্সিস লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | | |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট ডেটরের নাম | মতিযুগ এজেন্সিস লি. |
| ২. | কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ | ২৯ জুন ১৯৪৫ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত | আরওসি-কলকাতা |
| ৪. | কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং | U51909WB1945PLC012440 |
| ৫. | কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা | ১ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত, ৭০০০১৭ |
| ৬. | ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ | ৮ জানুয়ারি ২০২৫ |
| ৭. | ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ | ৭ জুলাই ২০২৫ |
| ৮. | সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর | শ্রী অরুণ কুমার গুপ্তা রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00013/2016-2017/10037 এএফএ নং AA1/10037/02/300625/106840 এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত |
| ৯. | বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল | ঠিকানা : পি-১৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৪র্থ তল কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : guptaarunkumar2001@yahoo.com |
| ১০. | সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল | ঠিকানা : পি-১৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৪র্থ তল কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল আইডি : motijug.ibc.@gmail.com |
| ১১. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ | ২২ জানুয়ারি ২০২৫ |
| ১২. | বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত | প্রযোজ্য নয় |
| ১৩. | সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম) | প্রযোজ্য নয় |
| ১৪. | (ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত উপলব্ধ : | Web link : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **মতিযুগ এজেন্সিস লি.**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ০৮.০১.২০২৫ তারিখে উল্লেখ্য এনসিএলটি অর্ডার C.P. (IB)/91(KB)2022 অধীনে।

**মতিযুগ এজেন্সিস লি.**-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২২.০১.২০২৫ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর : অরুন কুমার গুপ্তা
তারিখ এবং স্থান : ১০.০১.২০২৫, কলকাতা



ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

**বর্ধমান জোনাল অফিস**
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [ দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারার সংস্থান অধীনে এবং তৎসহ ২০০২ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সঞ্জয় শাউ এবং ববিতা শাউ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৩৮,৫৮,৮৬৭.৩৪ (আটত্রিশ লাখ আটান্ন হাজার আটশো সাতষট্টি টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য ০১.১১.২০২৪ তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারা এবং উপধারা (৪) এবং ২০০২ রুলসের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত সম্পত্তির **৬ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) এর সমুদয় **৩৮,৫৮,৮৬৭.৩৪ টাকা** এবং সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির দলিল নং ১- ০২২৪-০৩০৩৯/২০১৮ তারিখ ৩১.০৮.২০১৮, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, এডিএসআর-কুলটি, থানা : কুলটি, মৌজা : ডুবুরডিহি, জেএল নং ২,আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৭, আরএস খতিয়ান নং ২০৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৩, আসানসোল পৌর নিগম অধীন, এরিয়া ১.৫ কাঠা।

**সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: সন্তোষ নোয়ার এর জমি; দক্ষিণে : হরি পদ মন্ডলের জমি; পূর্বে : কৈলাশ শাউ এর জমি; পশ্চিমে : ৩০ ফুট সড়ক।

**তারিখ : ০৬.০১.২০২৫** — **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান : জামুড়িয়া** — **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**



**এসবিআই রামরাজাতলা শাখা (০১৩৫৯)**
রামচরণ শীট রোড, সাঁতরাগাছি
হাওড়া: ৭১১১০৪,পঃবঃ, ই-মেল: sbi.01359@sbi.co.in

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**শ্রীমতী খুকু রানি ভৌমিক,** যিনি **এসবিআই এসিবি রামরাজাতলা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (**১৬.০১.২০২৫**) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (**১৭.০১.২০২৫**) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী খুকু রানি ভৌমিক**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ১৭.০১.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ০০.৭৩০ নিট ওজন ০০.৬০০ | ১টি হাতের আংটি |
| ২. | ১৭.০১.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২০ সি | গ্রস ওজন ৫.৭২০ নিট ওজন ৪.৮০০ | ২টি কানের ঝুমকো পাসা |
| ৩. | ১৭.০১.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২০ সি | গ্রস ওজন ৯.২৩০ নিট ওজন ৭.৮০০ | ১টি বল চেন সহ ১টি হাতের আংটি |

**তারিখ: ১০.০১.২০২৫** — **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান: রামরাজাতলা** — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১০৩, ফোন (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০,
ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

**পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))**
**দখল নোটিশ**
**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

| ক্রম নং | অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম | দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ | দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **শ্রী অলকেন্দু দে (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতি সোমা দে (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ। এবং শ্রীমতি মৌসুমী দে (জামিনদাতা), গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : তারকেশ্বর।** | ২৯.১০.২০২৪ এবং ০৬.০১.২০২৫ | **১৫,০২,৭১৬ টাকা** (পনের লাখ দুই হাজার সাতশ যোলো টাকা) **২৯.১০.২০২৪** অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ **৩০.১০.২০২৪** থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩১ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : জঙ্গলপাড়া, জেএল নং ২১, এলআর দাগ নং ৬৩০(অংশ) , আরএস খতিয়ান নং ২৪৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪০৩ (সোমা দে), এলআর খতিয়ান নং ৩৪১৯ (অলকেন্দু দে) , পুরশুড়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : পুরশুড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পুরশুড়া, ডিএসআর ২ হুগলি এবং এআরএ ৩, কলকাতা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫৫৪ -১৯৯৯ সালের, ডিএসআর হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত ৩১/০৩/১৯৯৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৭৯ থেকে ৯০, সোমা দে এবং অলকেন্দু দে এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** প্লট নং ৬২০(অংশ); **দক্ষিণে :** প্লট নং ৬৩০ (অংশ) এবং প্লট নং ৬৩১ (অংশ); **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং ৬৩৫ (অংশ); **পশ্চিমে :** প্লট নং ৬২৫ (কানাইলাল সাঁতরা)। |
| ২ | **শ্রী অরবিন্দ মান্না,** পিতা শ্রী শুধাংশু মান্না, ১০৬(৩৭/বি), রামকৃষ্ণ রোড, পো : চাতরা, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২০৪ এবং এএমপি ; **শ্রীমতি চৈতালী মান্না,** স্বামী শ্রী অর বিন্দ মান্না, ১০৬(৩৭/বি), রামকৃষ্ণ রোড, পো : চাতরা, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২০৪ । **শাখা : শ্রীরামপুর।** | ০১.১১.২০২৪ এবং ০৯.০১.২০২৫ | **৮,৯৯,০৫১ টাকা** (আট লাখ নিরানব্বই হাজার একান্ন টাকা) **০১.১১.২০২৪** অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ **০২.১১.২০২৪** থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১৩ ছটাক ৩৮.৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন একতলা এবং দোতলা ৩৩৭ বর্গফুট কমবেশি , আরএস দাগ নং ৮৩০৩, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯১, এলআর দাগ নং ৮৯০৪, এলআর খতিয়ান নং ১৮৩১/৩, অবস্থিত জেএল নং ১০, মৌজা : চাতরা, হোল্ডিং নং ১০৬ (৩৭/বি) বৈদ্যবাটী পুরসভা অধীন, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ৬৮৫-২০১৩ সালের, তারিখ ০১.০২.২০১৩, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ১২৫ থেকে ১৩৯, অরবিন্দ মান্না এর নামে। |

তারিখ- ০৯.১০.২০২৫, স্থান- ব্যান্ডেল — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**ফর্ম জি**
**জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড**
**এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান**
**ভারত এবং বিদেশে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির রিয়েল এস্টেট, ই এবং সি, সিমেন্ট, হসপিটালিটি পরিচালনকারী**

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

| সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | | |
|---|---|---|
| ১. | প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম | জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড PAN : AABCB1562A CIN : L14106UP1995PLC019017 |
| ২. | রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা | সেক্টর ১২৮, নয়ডা - ২০১৩০৪ (উত্তরপ্রদেশ) |
| ৩. | ওয়েবসাইটের ইউআরএল | http://jalindia.com/index.html |
| ৪. | যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত | কর্পোরেট ডেটর বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় নিযুক্ত ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশের কিছু স্থানে সম্পদ অবস্থিত। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে উক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। |
| ৫. | প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা | কর্পোরেট ডেটর বিভিন্ন ব্যবসায় নিযুক্ত এবং রিয়েল এস্টেট, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ, সিমেন্ট, এবং আতিথেয়তা পরিষেবা বিষয়ে আগ্রহী। অনুগ্রহ করে উক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। |
| ৬. | বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য | কর্পোরেট ডেটরের বিনিয়োগের বিস্তারিত পাওয়া যাবে : http://jalindia.com/cirp.html আরও কর্পোরেট ডেটরের সিআইআরপি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশক দাখিলের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি বিস্তারিত আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সংযুক্ত। আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান বিস্তারিত পেতে অনুগ্রহ করে আবেদনকারীর নাম, কোম্পানি নাম, পদাধিকার এবং যোগাযোগ নম্বর সহ ইমেল পাঠান cirpjal@gmail.com, বিষয় উল্লেখ করে **"জল : আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান এর বিস্তারিত জন্য অনুরোধ"।** |
| ৭. | কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা | |
| ৮. | বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী | |
| ৯. | প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয়পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে | |
| ১০. | আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ | **৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** |
| ১১. | সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ | **১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** |
| ১২. | সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ | **২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** |
| ১৩. | সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ | **৬ মার্চ ২০২৫** |
| ১৪. | মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ | **১১ মার্চ ২০২৫** |
| ১৫. | রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | **২৫ এপ্রিল ২০২৫** |
| ১৬. | ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি | cirpjal@gmail.com |

**দ্রষ্টব্য :** সংশ্লিষ্ট ফর্ম জি এর জন্য সময়সীমা -মহামান্য এনসিএলটি, এলাহাবাদ বেঞ্চ, বর্তমানে বিচারাধীন, সমীপে জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের প্রস্তাব পেশাদার কর্তৃক দাখিল করা আইএ(আইবিসি)২১/এএলডি/২০২৫ এর সংযুক্তি/সম্প্রসারণ মঞ্জুর করা সপেক্ষে।

স্বা/-
**ভুবন মদন**
**IBBI/IPA-001/IP-P01004/2017-2018/11655**
**নথিভুক্ত ঠিকানা :** এ-১০৩, অশোক বিহার ফেজ - ৩, (লক্ষ্মী বাই কলেজের পিছনে)
নিউ দিল্লি জাতীয় রাজধানি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-১১০০৫২
(১০ জানুয়ারি, ২০২৫) — **জয় প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড-এর পক্ষে**



# সোয়াড়ী দোগাছিয়া হরিহরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

**নিবন্ধন সংখ্যা-৩৫/ এইচ.জি. তারিখ ঃ ২৮/ ০৪/ ১৯৬১**
**গ্রাম- সোয়াড়ী, পোঃ-রসিদপুর, জেলা-হুগলী, ৭১২৪০৮**

**পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন-২০২৪**
**বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি**

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ-এর আদেশনামা নং ১৪৬৯ তারিখ ৩০/ ১২/ ২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, সোয়াড়ী দোগাছিয়া হরিহরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সমস্ত সদস্য কে জানাচ্ছি যে, আগামী ইংরেজি ০৮/ ০২/ ২০২৫ (শনিবার) দুপুর ১২টায় সমিতির কার্য্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী (সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন করতে তথ্য বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্বাচন সূচী, নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

**আলোচ্যসূচী ঃ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন**
**তারিখ ঃ ১০/ ০১/ ২০২৫**
**স্থান ঃ সোয়াড়ী, হুগলী।**

স্বাঃ/-
**(ইন্দ্রনীল মোহান্ত)**
**সমবায় পরিদর্শক**
**জাঙ্গিপাড়া ব্লক**

**পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ**

১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-১২।
উপবিধিতে উল্লিখিত পরিচালক পদ-৯, তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ (সংরক্ষিত)-১, মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত)-২।
২. নির্বাচন সূচী ঃ-

| ক্র. স. | বিষয় | তারিখ ও বার | স্থান | সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১ | চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ | ০৮.০১.২০২৫ (বুধবার) (ইতিপূর্বে প্রকাশিত) | সমিতির কার্য্যালয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত কার্য্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন স্থান। | দুপুর ৩টা |
| ২ | মনোনয়নপত্র বিতরণ | ১৪.০১.২০২৫ (মঙ্গলবার) ও ১৫.০১.২০২৫ (বুধবার) | সমিতির কার্য্যালয় | সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা |
| ৩ | মনোনয়নপত্র গ্রহণ | ১৪.০১.২০২৫ (মঙ্গলবার) ও ১৫.০১.২০২৫ (বুধবার) | সমিতির কার্য্যালয় | সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা |
| ৪ | মনোনয়নপত্র পরীক্ষা | ১৭.০১.২০২৫ (শুক্রবার) | সমিতির কার্য্যালয় | সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত |
| ৫ | মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ১৭.০১.২০২৫ (শুক্রবার) | সমিতির কার্য্যালয় | মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর |
| ৬ | মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার | মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৮.০১.২০২৫ (শনিবার) বিকাল ৩টার পূর্বে | সমিতির কার্য্যালয় | ১৮.০১.২০২৫ (শনিবার) বিকাল ৩টার পূর্বে |
| ৭ | মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ১৮.০১.২০২৫ (শনিবার) | সমিতির কার্য্যালয় | ১৮.০১.২০২৫ (শনিবার) বিকাল ৩টার পর |
| ৮ | প্রার্থীদের প্রতীক বিতরণ (যদি প্রয়োজন হয়) | ২০.০১.২০২৫ (সোমবার) | সমিতির কার্য্যালয় | দুপুর ১২টা থেকে |
| ৯ | নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময় | ০৮.০২.২০২৫ (শনিবার) | সমিতির কার্য্যালয় | সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত |
| ১০ | ভোট গণনা | ০৮.০২.২০২৫ (শনিবার) | সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র | ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর |
| ১১ | ভোটের ফল প্রকাশ | ০৮.০২.২০২৫ (শনিবার) | সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র | ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর |

৩. সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক(১) বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থককে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক কিংবা সমর্থক হতে পারবেন না।
৮. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৯. কোন সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাঃ /-
**(রাজু ঘোষ ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত)**
**অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার**
**সোয়াড়ী দোগাছিয়া হরিহরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

**তারিখ ঃ ১০/ ০১/ ২০২৫**
**স্থান ঃ সোয়াড়ী, হুগলী।**



# আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

**CIN :** L70109WB1986PLC040864
**রেজিস্টার্ড অফিস :** ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
**কর্পোরেট অফিস :** ৩০৪, সাউদার্ন পার্ক, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার,
সাকেত, নিউ দিল্লি - ১১০০১৭ ফোন : +৯১-০১১-৪২৬৫ ৪২৬৫
ইমেল : investorrelations@ashianahousing.com

**অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশের সংশোধনী**

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেডের ("কোম্পানি") সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা ("ইজিএম") বুধবার, ১৫ জানুয়ারী, ২০২৫, সকাল ১১.৩০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইজিএমের নোটিশ পাঠানো হয়েছে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে এর অধীনে প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধিগুলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার আইনগুলি সংস্থান অধীনে।

এই সংশোধনীটি ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেডের অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশের ধারাবাহিকতায় জারি করা হচ্ছে ("ইজিএম নোটিশ")। ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে শ্রী বিনিত তানেজা (ডিন : ০২৬৪৭৭২৭) কে কোম্পানির স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিয়োগের জন্য এজেন্ডা আইটেম নং ১-এ এবং কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে তাকে পারিশ্রমিক প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ২০১৩ সালের বিধানের অনুমোদন সাপেক্ষে অসাবধনতাবশত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল সাধারণ রেজোলিউশন হিসাবে লিখিত/মুদ্রিত যেখানে এটি বিশেষ রেজোলিউশন হিসাবে লেখা উচিত ছিল। তদনুসারে, এই সংশোধনীর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে বিশেষ রেজোলিউশন হিসাবে পড়তে হবে। সমস্ত রেফারেন্স, যেখানেই উপস্থিত হোক না কেন, ইজিএম নোটিশে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়, বিশেষ রেজোলিউশন হিসাবে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন হিসাবে পড়তে হবে।

উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি ব্যতীত, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ইজিএমের নোটিশের সমস্ত বিষয়বস্তু একই থাকবে। ইজিএম নোটিশের এই সংশোধনীটি ইজিএম নোটিশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করবে এবং কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে এবং ইজিএম নোটিশটি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পড়া হবে সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে। এই সংশোধনীটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন, বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com-এ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.ashianahousing.com -এও উপলব্ধ করা হয়েছে

ইজিএম নোটিশের অন্যান্য সমস্ত বিষয়বস্তু, সংরক্ষিত এবং এই সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত ছাড়া অপরিবর্তিত থাকবে।

**আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড**'এর পক্ষে
স্বা/-
**নিতিন শর্মা**
**(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)**
মেম. নং : এসিএস ২১১৯১

স্থান : দিল্লি
তারিখ : ৯ জানুয়ারি ২০২৫

# উৎসবের পাশাপাশি নাগরিকদের পরিষেবা দিতে হবে, নির্দেশ অনুব্রত মণ্ডলের



মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

সিউড়ি শহরের দেড়শো বছরের প্রাক্কালে সিউড়ি উৎসবের মূল মঞ্চে কাউন্সিলরদের পুর এলাকায় পুর পরিষেবা আরো বেশি করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এসআরডি এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। সিউড়ি উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে দেড়শো বছরের পথ চলা। আর এই মঞ্চ থেকেই অনুব্রত মণ্ডল, জেলাশাসক বিধান রায় ও সিউড়ির বিধায়কের গলায় এক সুর উৎসবের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে নাগরিক পরিষেবা বজায় ঠিকঠাক রাখতে হবে। উদ্বোধক শতাব্দী রায় বলেন, সিউড়ির সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এই উৎসব, মানুষের পাশে থেকে সব রকম সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত বলেও জানান। পুরসভার চেয়ারম্যান তথা এই উৎসবের প্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, সিউড়ি পুরসভা নাগরিকদের পরিষেবার ক্ষেত্রে সব রকম সহযোগিতা করে চলেছে। আগামী দিনে নতুন পরিকল্পনা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে করা হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধনী মঞ্চে সূচনা লগ্নে ম্যারাথন দৌড়ের সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

# জাল নথি কাণ্ডে আরও ২ জনকে গ্রেপ্তার করল বারাসাত পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** রাজ্যে জুড়ে ছড়িয়ে পরা জাল নথিচক্রের জাল গোটাতেই তদন্তকারী পুলিশের হাতে একের পর এক গ্রেপ্তার হচ্ছে। বৃহস্পতিবার আবারও বারাসাতে জাল নথি তৈরির অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল বারাসাত থানার পুলিশ।

বুধবার সকালে বারাসাত থানার পুলিশ জাল নথি তৈরির অভিযোগে সমীর দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সমীরকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও দুটি নাম উঠে আসে। তার ভিত্তিতে এদিন দুই অভিযুক্ত কৌশিক মণ্ডল ও চন্দন চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুইজনকে এদিন বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। জানা গিয়েছে, কৌশিক মণ্ডল ও চন্দন চক্রবর্তী দু'জনেই বারাসাতের বাসিন্দা। কৌশিকের পরিবার দাবি করেছে, কৌশিক ও তার বন্ধু বাপি মিলে অনলাইনে বিভিন্ন কাজ করতেন। তবে আধার কার্ড তৈরি করার বিষয়ে তারা কিছু জানেন না বলেই দাবি কৌশিকের বাবার।



বারাসাত পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা সমীর তালুকদার জানান, অনলাইন ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে হলেও কিছু অসাধু ব্যক্তি এই সুযোগে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ সাইবার ক্যাফেতে যেতেও ভয় পাচ্ছে। ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন এবং তদন্তের মাধ্যমে গোটা চক্র যাতে ধরা পড়ে তার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। বারাসাত থানার পুলিশ আরও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এর সঙ্গে আরও কোনও ব্যক্তি জড়িত আছে কিনা। এই বিষয়ে বারাসত এসডিপিও বিদ্যাগর অজিঙ্কা অনন্ত জানান, এইদিন দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এই পাসপোর্ট কেসে মোট এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হল।


**এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড**
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
**রেজিস্টার্ড অফিস:** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
**CIN No.:** L67120MH2008PLC181833
**ব্রাঞ্চ অফিস:** কলকাতা

L&T Finance

**দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি**
**[আইন-8(1)]**

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

| লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম | বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ | ডিমান্ড নোটিশ তারিখ | ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹) | তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| KOLHL1700 0586 | 1. মেসার্স সানরাইজ ইরেক্টর্স প্রাইভেট লিমিটেড, ঋণগ্রহীতা হিসাবে<br>2. মহম্মদ সুলতান, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে<br>3. নাজরা সুলতান, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে | **অনুসূচি-I**<br>প্রায় 4 কাঠা, 2 ছটাক এবং 27 বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর গঠন ও নির্মিত ইমারতের, 3য় তলে (পশ্চিম মুখো), প্রায় 1240 বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাট নং 3এ, যেটা কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-700023 সীমার মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 75 অন্তর্গত, থানা ওয়াটগঞ্জ অধীনে, মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 14/1 কে, কবিতীর্থ সরণীতে আছে এবং অবস্থিত।<br>নিম্নলিখিত দ্বারা সীমানাবদ্ধ –<br>পূর্ব – 14 এফ, কবিতীর্থ সরণী,<br>পশ্চিম – পরিসর নং 15, কবিতীর্থ সরণী,<br>উত্তর – মহম্মদ ইউনিস'র দিক দ্বারা<br>দক্ষিণে – 30 ফুট চওড়া কবিতীর্থ সরণী | 30.07.2021 | 04/07/2021 তারিখের হিসাবে<br>টাঃ 69, 92,549.57/-<br>(টাকা উনসত্তর লাখ বিরানব্বই হাজার পাঁচশো উনপঞ্চাশ এবং পয়সা সাতান্ন) | বাস্তবিক দখল<br>06-01-2025 |

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

স্বাক্ষরিত
**তারিখ:** 10.01.2025 — **অনুমোদিত আধিকারিক**
**স্থান:** কলকাতা — এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে



SBI

**স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা**
**শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in**

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০১.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ**

**ক্রম নং ১**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২০,১৮,৪২২.০০ টাকা (কুড়ি লাখ আঠার হাজার চারশ বাইশ টাকা)** ০২.১২.২০২৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাসোয়ান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা ব্রহ্মদেও পাসোয়ান **ঠিকানা** - ৮২/১ বিএসএনএল স্টাফ কোয়ার্টার, বালিগঞ্জ প্লেস, রুম নং বি৬০১, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** কোয়ার্টার নং ই৫, টাইপ - ৩, বিএসএনএল কলোনি, সিদগোরা, সিদগোরা থানার নিকট, পূর্ব সিংভুম, শহর জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৯, **এবং** ২০১, ৩য় তল, গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, মনোহরপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা, ডানকুনি, পো. এবং থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, **এবং** হরদিমো, খায়রা, জামুই, খায়রা, বিহার-৮১১৩১৭ কাছ থেকে।

**(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১, তিনতলায় ''গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট'' ভবনে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬৫০-এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ মোট এরিয়া ৭৮০ বর্গফুট মার্বেল মেঝে সমন্বিত ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা, 'এ' তপশিল অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত জমির পরিমাণ এরিয়া ১০.৭৪ ডেসিমেল কমবেশি সমপরিমাণ ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি জি-৫ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা : মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৭০৩ এবং ১৭৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২১৬, এলআর দাগ নং ২৩৯৪ এবং ২৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮২, ৮৭৭৭ এবং ৮০৬/২, স্থানীয় ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ অধীন, থানা : ডানকুনি, পিন : ৭১২৩১১ এডিএসআর জনাই অধিক্ষেত্রে, জেলা : হুগলি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যাবতীয় সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমির। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২০৪২৪৪ থেকে ২০৪২৮৭, দলিল নং ০৬০৮০৮২৮৭ -২০২১ সালের।
**সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাশোয়ান পিতা ব্রহ্মদেও পাশোয়ান এর নামে।**
**সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২০২, পূর্বে : সিঁড়ি এবং লিফট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
**সংরক্ষিত মূল্য : ১৯,১০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,৯১,০০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা**

**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০১.২০২৫** | স্বত্ব দখলীকৃত | **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬**

**ক্রম নং ২**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৯.৬৮ কোটি টাকা (নয় কোটি আটষট্টি লাখ টাকা)** ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স কে আর ট্রেডকম প্রা. লি., ঠিকানা - ১)** ৭এ, হসপিটাল স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭২ **২)** ২৫এ, পার্ক স্ট্রিট, রুম নং ৩০১, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৬ **ডিরেক্টর : ১) শ্রী কাঞ্চন রক্ষিত, ঠিকানা** - ২৮/১২এ, বেদিয়া ডাঙ্গা, সেকেন্ড লেন (নিউ বালিগঞ্জ রোড) কলকাতা - ৭০০০৩৯ এবং ৮৬, কায়স্থপাড়া মেন রোড, কসবা, কায়স্থপাড়া বাস স্টপ, কলকাতা - ৭০০০৭৮ নিকট **খ) শিব শঙ্কর রক্ষিত ঠিকানা** - ৮৬, কায়স্থপাড়া মেন রোড, কসবা, কায়স্থপাড়া বাস স্টপ, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **জামিনদাতা : ১) শ্রী অনিল চন্দ্র দেবনাথ ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তল, সোনারগাঁও অ্যাপার্টমেন্ট, কৃষ্ণনগর রোড, কলকাতা - ৭০০০৭২, **২) শ্রী বিশ্বনাথ দেবনাথ, ঠিকানা** - গ্রিনপার্ক, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৭ কাছ থেকে।

**(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)**
**সম্পত্তি নং ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৪০ বর্গফুট, মৌজা কসবা, জেএল নং ১৩, স্ট্রিট নং ৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৭, থানা : কসবা, তৌজি নং : ১৪৫, খতিয়ান নং ১৩৩১, ২১৬৮, দাগ নং ২৪৫৪, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্কিম প্লট নং পি-১১এ, (চক্রবর্তী পাড়ার নিকট) উল্লেখ্য দলিল নং ১৫৮৬ -২০০৬ সালের, শ্রী কাঞ্চন রক্ষিতের নামে।
**সম্পত্তি নং ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৫ ছটাক ৪ বর্গফুট মৌজা : বালুরিয়া, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৩৭, আরএস দাগ নং ২২৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৬১, ১৪৪৬/২, দাগ নং ৬৯৫/১২৫৭, পরগনা-আনোয়ারপুর, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল ১৯২৬-১৯৯৪ সালের, শ্রী অনিল চন্দ্র দেবনাথ এর নামে। সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১ ছটাক, মৌজা : বালুরিয়া, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৩৭ , আরএস দাগ নং ২২৭, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৩/১, ১৪৪৬/২, ২৪৫/১, দাগ নং ৭০৯/১২৬২, পরগনা : আনোয়ারপুর, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯২৭-১৯৯৪ সালের, শ্রী বিশ্বনাথ দেবনাথ এর নামে।
**সম্পত্তি নং ১ :** সংরক্ষিত মূল্য : **৭১,৩৭,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা : **৭,১৩,৭০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : **২০,০০০.০০ টাকা।**
**সম্পত্তি নং ২ :** সংরক্ষিত মূল্য : **৬৯,৯৪,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা : **৬,৯৯,৪০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : **২০,০০০.০০ টাকা।**

**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০১.২০২৫** | স্বত্ব দখলীকৃত | **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬**

**ক্রম নং ৩**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,৭১,৩৪৫.০০ টাকা (উনিশ লাখ একাত্তর হাজার তিনশ পঁয়তাল্লিশ টাকা)** ০২.১২.২০২৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতী দেবযানী চ্যাটার্জি,** স্বামী সুব্রত বক্সি **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৪০৩, বিল্ডিং নং ০৯, টাইপ-এ, ব্লক-এ-০৯, পিয়ারলেস নগর, থানা - পানিহাটি, সোদপুর, জেলা - চব্বিশ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১৪ **এবং** জেড৫, সোদপুর গভ. হাউসিং কমপ্লেক্স, হোল্ডিং নং ২৯এফ, কলকাতা - ৭০০১১০ **এবং** পি অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্ট, খড়দা, পি কে বিশ্বাস রোড, শ্যাম মন্দির, কলকাতা - ৭০০১১৭ নিকট কাছ থেকে।

**(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং ৪০৩, পঞ্চমতল, ভবন নং ০৯,টাইপ -এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪২৮ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা, সংশ্লিষ্ট এলাকা ভোগ দখলের অধিকার, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা : পানিহাটি, ভবানীপুর এবং সুখচর, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৩, হোল্ডিং নং ২৯এফ (নতুন), পানিহাটি, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। দাগ নং ১০২০, খতিয়ান নং ১১০৪, দলিল নং ১-৫৩৭৫/২০০৪। **সম্পত্তি শ্রীমতি দেবযানী চ্যাটার্জি,** স্বামী সুব্রত বক্সি এর নামে।
**সংরক্ষিত মূল্য ৯,২৬,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৯২,৬০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।**

**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০১.২০২৫** | স্বত্ব দখলীকৃত | **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে।

তারিখ : ১০.০১.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে



ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
**১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল**
**কলকাতা - ৭০০ ০০১**

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে **১৪.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উত্তর বোড়াল শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৭৮,৪৩,৭৩৪.৫৩ টাকা** (আটাত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত চৌত্রিশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) ০৪.০৯.২০২৪ অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স ডায়মন্ড কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী তুহিন কান্তি সরকার, (ঋণগ্রহীতা),** ৩১/১/১৮৪, যশোর রোড, শ্রাচি, গ্রাম, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট নং ২ডি, মধ্যমগ্রাম, পোস্ট - উদয়রাজপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা - ৭০০ ১২৯ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) মেসার্স ডায়মন্ড কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী তুহিন কান্তি সরকার**<br>**শ্রী তুহিন কান্তি সরকার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),**<br>পিতা- তপন কান্তি সরকার,<br>**শ্রী তারক নাথ বিশ্বাস (জামিনদার),**<br>পিতা- সুখেন্দু বিকাশ বিশ্বাস<br>**সকলের ঠিকানা-** ৩১/১/১৮৪, যশোর রোড, শ্রাচি, গ্রাম, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট নং ২ডি, মধ্যমগ্রাম, পোস্ট - উদয়রাজপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা - ৭০০ ১২৯।<br>**শ্রীমতী সঞ্জুক্তা চ্যাটার্জি (জামিনদার),**<br>স্বামী- শ্রী তরুণ কান্তি সরকার<br>ফ্ল্যাট নং ১সি, ১ম ফ্লোর, ৮৭/১২/৫০৮ই, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৭।<br>**খ) বোড়াল শাখা** | প্রায় ৮৩৫.৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত শার্চি ভিলেজে এর ব্লক নং ৪ এর ৩য় তলায় ফ্ল্যাট নং ২ডি এর সকল যার আরএস দাগ নং ৮৩৩(অংশ), ৮৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৪৯৯, জেএল নং ৪৩, পরগনা আনোয়ারপুর, আরএস নং ৬, সাব রেজিস্ট্রি অফিস- বারাসাত, তৌজি নং ১৪৬, মৌজা- উদয়রাজপুর, হোল্ডিং নং- ৩১/১ , মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, **তুহিন কান্তি সরকারের নামে** এডিএসআর বারাসাতে নিবন্ধিত উপহার দলিলের নং ০০৭৭ সাল-২০০৯ হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- গ্রামের পথ দ্বারা, দক্ষিণে- জেভি প্লাস্টো ক্রাফটস প্রাইভেট লিমিটেডের দখলে দাগ নং ৮৩৩ অংশ দ্বারা, পূর্বে- যশোর রোড দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ৮৩১ এবং ৮৩২ দ্বারা। | **৭৮,৪৩,৭৩৪.৫৩ টাকা** (আটাত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত চৌত্রিশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) ০৪.০৯.২০২৪ অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ | **ক) ১৭,৬১,০০০.০০ টাকা (*)** (সতের লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ১,৭৬,১০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে।<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) IDIB50209633821**<br>**ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।**<br>**চ) প্রতীকী দখল** |

**যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
**দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি**

**তারিখ: ১০.০১.২০২৫** — অনুমোদিত অফিসার
**স্থান : কলকাতা** — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
**১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল**
**কলকাতা - ৭০০ ০০১**

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে **১৪.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লস্করপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১২,৬৯,৭৬৭.৯৩ টাকা** (বারো লক্ষ ঊনসত্তর হাজার সাতশত সাতষট্টি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র) **৩০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রীমতী কুহেলি চক্রবর্তী,** ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৪/সি , ব্লক - ৩, 'মায়া কানন' অ্যাপার্টমেন্ট, বেহারাপাড়া রোড বাই লেন, দক্ষিণ রায়পল্লি, পোস্ট এবং থানা - বারুইপুর, পিন - ৭০০ ১৪৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) শ্রীমতী কুহেলি চক্রবর্তী**<br>৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৪/সি , ব্লক - ৩, 'মায়া কানন' অ্যাপার্টমেন্ট, বেহারাপাড়া রোড বাই লেন, দক্ষিণ রায়পল্লি, পোস্ট এবং থানা - বারুইপুর, পিন - ৭০০ ১৪৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা।<br>**খ) লস্করপুর শাখা** | ৪র্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৪/সি, ব্লক-৩, আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৬৪০ (ছয়শত চল্লিশ) বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া, ২১ ডেসিমেল পরিমাপের জমিতে নির্মিত টাইলসের মেঝে সমন্বিত, যার অবস্থান- উল্লিখিত (জি+৪) বিল্ডিংয়ের চতুর্থ ফ্লোরে, ৮'ফুট বেহারাপাড়া রোড বাই লেন, দক্ষিণ রায়পল্লী-তে 'মায়া কানন অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত, মৌজা - সুবুদ্ধিপুর, জেএল নং ৩২, রে. সা. নং ৭০, তৌজি নং ২৬৭, আর.এস. এবং এলআর দাগ নং ৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৫ এর অধীনে এলআর খতিয়ান নং ৮১৭ এর সাথে সম্পর্কিত মিউটেশন এর পরে ৪১৫৫, ৪০২৫, ৪১৫৪ এবং ৫৩২০ যার হোল্ডিং নং ৫০৫/এফ, ৫০৫ডি, ৫০৫ই,১১০৪ বারুইপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং, ১, থানা বারুইপুর এর সীমার মধ্যে কলকাতা - ৭০০ ১৪৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা -এ অবস্থিত। বুক-১, ভলিউম নং ১৬১১-২০২১, পৃষ্ঠা ১৩৮৬ থেকে ১৪৪০ পর্যন্ত-এ নিবন্ধিত এডিএসআর বারুইপুর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে ২০২১ সালের বিয়িং নং ১৬১১০০০১২, **সম্পত্তিটি শ্রীমতী কুহেলী চক্রবর্তীর নামে,** স্বামী- সুমিত চক্রবর্তী। **সীমানা:** উত্তরে- দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি এবং ১৬ ফুট চওড়া বেহারাপাড়া রোড, দক্ষিণে- শম্ভু নন্দীর বাড়ি এবং ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্বে - অনন্ত মণ্ডল এবং প্রদীপ মণ্ডল এবং অন্যান্য, পশ্চিমে - সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সান্তনু চট্টোপাধ্যায়। | **১২,৬৯,৭৬৭.৯৩ টাকা** (বারো লক্ষ ঊনসত্তর হাজার সাতশত সাতষট্টি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র) ৩০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ | **ক) ১৬,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (ষোল লক্ষ টাকা মাত্র)<br>**খ) ১,৬০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে।<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) IDIB58004801698**<br>**ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।**<br>**চ) প্রতীকী দখল** |

**যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
**দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি**

**তারিখ: ১০.০১.২০২৫** — অনুমোদিত অফিসার
**স্থান : কলকাতা** — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
**১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল**
**কলকাতা - ৭০০ ০০১**

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে **১৪.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রানিকুঠি এবং গোলপার্ক শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) **১৬.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স দেব'স (ঋণগ্রহীতা- স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব)** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭, **এছাড়াও এখানে-** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএস-১০, রঘুনাথপুর, থানা - বাগুইহাটি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯-এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) মেসার্স দেব'স (ঋণগ্রহীতা- স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব)**<br>**শ্রীমতী বুলবুল দেব (স্বত্বাধিকারী/জামিনদার/ বন্ধকদাতা)**<br>**শ্রী অমিতাভ দেব (জামিনদার) এবং মেসার্স লক্ষ্মী স্পাইসেস (স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী বুলবুল দেব)**<br>**ঠিকানা-** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭।<br>**এছাড়াও এখানে-** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএস-১০, রঘুনাথপুর, থানা - বাগুইহাটি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯।<br>**খ) রানিকুঠি এবং গোলপার্ক শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস,এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, লিফট এবং সকলের ব্যবহারের স্থানের ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ৪র্থতলে, লট সি, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, আরতি ভিলা, নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৩ কাঠা অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর, পরগনা : কলিকাতা, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস দাগ নং ২২ (অংশ), হাল দাগ নং ২১, খতিয়ান নং ১৪৫, হোল্ডিং নং এএস-১৭/১৮, ওয়ার্ড নং ১৭, বিধাননগর পৌর নিগমের অধীন (পূর্বতন রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা), থানা: বাগুইআটি, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বিভাজিত তারিখ ০৩.০৪.২০১৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর রাজারহাট এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩৫৯৭ থেকে ৭৩৬২১, দলিল নং ১৫২৩০২৬৩৫-২০১৭ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরস্বতী সরকারের জমি ;দক্ষিণে : ১৬-৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক ; পূর্বে : ৬ পুট চওড়া সাধারণ চলার পথ ; পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি। | **৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) **১৬.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ | **ক) ২২,৫১,০০০.০০ টাকা (*)** (বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ২,২৫,১০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার একশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে।<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) IDIB50406049794**<br>**ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।**<br>**চ) বাস্তবিক দখল** |

**যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
**দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি**

**তারিখ: ১০.০১.২০২৫** — অনুমোদিত অফিসার
**স্থান : কলকাতা** — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

# ডার্বির আগে অনুশীলন করলেন না, ‘৩০ শতাংশ ফিট’ আনোয়ারকে শনিবার খেলাতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষ দিকে চোট পেয়েছিলেন। খেলা শেষে হুইলচেয়ারে মাঠ ছাড়েন। বৃহস্পতিবার অনুশীলনের সময়ও দেখা গেল, ভালই চোট রয়েছে আনোয়ার আলির। ঠিকমতো হাঁটতেও পারছেন না। ডার্বিতে কি খেলতে পারবেন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার? জবাব দিলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজো।

আইএসএলের ডার্বিতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামার আগে বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে শেষ অনুশীলন ছিল ইস্টবেঙ্গলের। শনিবার গুয়াহাটিতে ম্যাচ। অনুশীলনের সময় দেখা গেল কোনও রকমে হাঁটছেন আনোয়ার। মাঠে গেলেও অনুশীলন করলেন না তিনি। কিছু ক্ষণ পরেই মাঠ ছাড়লেন। তাঁর পা এখনও ফুলে রয়েছে। দলের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার শৌভিক চক্রবর্তীও পুরো অনুশীলন করেননি। যদিও অনুশীলন শেষে শৌভিক জানিয়েছেন, ডার্বিতে নামতে তৈরি তিনি।

কলকাতা ছাড়ার আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ ব্রুজো মুখ খুললেন আনোয়ারের চোট নিয়ে। তিনি বলেন, ডার্বিতে নামার আগে এখনও অনেকটা সময় বাকি। আগের ম্যাচেই আনোয়ার চোট পেয়েছে। ওকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছি।দ ব্রুজো জানিয়েছেন, এখন আনোয়ারের খেলার সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ। তবে ২০ জনের দলে থাকবেন তিনি। ম্যাচের আগে আনোয়ারকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

ডার্বির আগে চোট সারিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সাউল ক্রেসপো। কিন্তু তাঁকেও হয়তো ডার্বিতে পাওয়া যাবে না। কারণ, ম্যাচ পুরো ফিট নন তিনি। ব্রুজো বলেন, ক্রেসপো অনুশীলন করলেও খেলার জায়গায় নেই। তবে শৌভিক অনেকটাই ফিট। ও অনুশীলনও করেছে।

শেষ মুহূর্তে ডার্বির মাঠ বদলে যাওয়ায় কিছুটা সমস্যা হয়েছে। কিন্তু সে সব ভাবতে নারাজ ব্রুজো। ইস্টবেঙ্গল কোচ শুধু প্রস্তুতির দিকে নজর রাখতে চান। সমস্যা নিয়ে গলা ফাটাতে চাইছেন না তিনি। ব্রুজো বলেন, তআমাদের ফোকাস প্রস্তুতিতে। মাঠ চূড়ান্ত না হওয়ায় অনুশীলনের পরিকল্পনায় কিছু বদল করতে হয়েছে। তাতে অবশ্য সমস্যা নেই। আমরা সকলেই পেশাদার। ডার্বির জন্য আমরা মানসিক ভাবে তৈরি।

পয়েন্ট তালিকায় প্রতিপক্ষ মোহনবাগান শীর্ষে রয়েছে। তাঁরা ১১ নম্বরে। তবে কি নামার আগে বেশি চাপে রয়েছেন তাঁরা। নাকি নিজেদের আন্ডারডগ ভাবছেন। ডার্বিতে কোনও দল আন্ডারডগ হয় না বলেই মনে করেন ব্রুজো।

# বুমরাহের পর আরও এক ক্রিকেটারের চোটের ধাক্কা এক মাস মাঠের বাইরে বাংলার আকাশ দীপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অস্ট্রেলিয়া সিরিজে শেষ টেস্টে চোট পেয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। সেই ধাক্কার রেশ কাটতে না কাটতে আরও এক খারাপ খবর ভারতীয় ক্রিকেটে। বুমরাহের পর এ বার চোটের কারণে এক মাস ক্রিকেটের বাইরে আকাশ দীপ। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যাচ্ছেন বাংলার পেসার।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনি টেস্টে খেলতে পারেননি আকাশ। জানা গিয়েছিল, পিঠের পেশিতে চোট লেগেছে তাঁর। আকাশের বদলে খেলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে বিজয় হজারে ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলার কথা ছিল পেসারের। কিন্তু হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলেননি তিনি। তার পরেই জানা গিয়েছে, চোট সারেনি আকাশের। তিনি বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যাবেন। সেখানে সুস্থ হয়ে উঠবেন বাংলার পেসার। যা খবর, আপাতত এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

ভারতের টেস্ট দলে খেলেছেন আকাশ। সাতটি টেস্টে ১৫টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। উইকেটের সংখ্যা কম হলেও আকাশের বোলিংয়ের প্রশংসা শোনা গিয়েছে অধিনায়ক রোহিত শর্মার মুখে। বিশেষজ্ঞেরাও তাঁর কথা বলেছেন। আকাশকে লম্বা রেসের ঘোড়া মনে করেন অনেকে। কিন্তু এখনও সাদা বলের ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি আকাশের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আর থাকল না। অর্থাৎ, আপাতত দীর্ঘ দিন জাতীয় দলের বাইরেই থাকতে হবে ডানহাতি পেসারকে।

সিডনিতে খেললেও পিঠের পেশিতে চোট পাওয়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে বল করতে পারেননি বুমরাহ। তাঁর চোট কতটা গুরুতর তা নিয়ে কিছু জানায়নি ভারতীয় দল। মুখে কুলুপ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও। তার মধ্যেই জানা গিয়েছে নিউ জ়িল্যান্ডের শল্যচিকিৎসক রোয়ান শওটেনের সঙ্গে কথা বলেছেন বুমরাহ। পরামর্শ নিয়েছেন। এর আগে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে অস্ত্রোপচার হয়েছিল বুমরাহের। সেই অস্ত্রোপচার করেছিলেন ক্রাইস্টচার্চের শল্যচিকিৎসক রোয়ানই। তাই তাঁর নাম উঠে আসায় আবার অস্ত্রোপচারের জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল দলের সঙ্গে কথা বলেছেন রোয়ান। বুমরাহের চোট সম্পর্কে তাঁদের সব জানিয়েছেন তিনি। ১২ জানুয়ারির মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দল ঘোষণা করতে হবে।

## ধাক্কা অসি শিবিরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ২০২৩ সালে দেশকে এক দিনের বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন তিনি। সেই বছরই জিতিয়েছেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। আরও এক বার দলকে টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেছেন তিনি। বর্ডার-গাওস্কর সিরিজ়ের পর অবশ্য বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চান কামিন্স। তার পরে আবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁর ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তাতে সংশয় দেখা দিয়েছে। গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন কামিন্স। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তিনি সুস্থ হতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত নয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি কামিন্সের চোটের প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন।

# ৩ উইকেট নিলেও মার খেলেন শামি, ইংল্যান্ড সিরিজের আগে আর সুযোগ নেই পরীক্ষায় বসার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিজয় হজারে ট্রফি থেকে ছিটকে গেল বাংলা। বৃহস্পতিবার হরিয়ানার কাছে ৭২ রানে হারল তারা। এই ম্যাচে হারায় মহম্মদ শামি আর কোনও ম্যাচ পাবেন না নিজেকে প্রমাণ করার। ইংল্যান্ড সিরিজ়ের আগে আর কোনও ম্যাচ নেই বাংলার। শেষ ম্যাচে কেমন খেললেন শামি?

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলার অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি। কিন্তু শুরু থেকেই শামি এবং মুকেশ কুমার রান দিতে শুরু করেন। প্রতি ওভারে প্রায় ৯ রান

করে নিচ্ছিলেন হরিয়ানার দুই ওপেনার আরশ রঙ্গ এবং হিমাংশু রানা। তাঁদের জুটি ভাঙেন মুকেশ। রঙ্গকে (১৯ বলে ২৩ রান) আউট করেন তিনি। পরের ওভারেই হিমাংশুর উইকেট তুলে নেন শামি। প্রথম স্পেলে আর উইকেট তুলতে পারেননি তিনি। রানও দিয়েছেন। শামি ম্যাচে তিনটি উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু ওপেনার হিমাংশুকে আউট করার পর শামি পরের উইকেটটি পান ৪৩তম ওভারে। তখন হরিয়ানার লোয়ার অর্ডার ব্যাট করতে নেমেছে। দীনেশ বানা (১৫) এবং অংশুল কম্বোজকে (৪) আউট করেন শামি। ১০ ওভারে ৬১ রান দেন তিনি। বাংলার বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান দিয়েছেন শামিই। বাংলার পেসারকে ভারতীয় দলে ফেরানোর কথা উঠছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ়ে তাঁকে খেলানো হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ২২ জানুয়ারি শুরু সেই সিরিজ। প্রথম ম্যাচ ইডেনে। সেখানে শামিকে দেখা যাবে? জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি যদি মনে করে শামি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার জন্য ফিট, তা হলে নির্বাচকেরা তাঁর কথা অবশ্যই ভাবতে পারেন।



# দিল্লিতে আপ-কংগ্রেসের বিবাদে ক্ষুব্ধ ওমর আবদুল্লা

**নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি:** দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে নজিরবিহীন বিবাদে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। জোটের দুই শরিকের এই বিবাদে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইন্ডিয়া জোটেরই শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা বলেই দিলেন, এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়া হোক।

বস্তুত, লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে যে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল, ভোটের পর সেই জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি একাধিক রাজ্যের নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে ঐক্যের ছবি চোখে পড়েনি। হরিয়ানার নির্বাচনে শরিকদের জন্য আসন ছাড়েনি কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনেও তিন প্রধান শরিক ছাড়া অন্য কোনও দলের সঙ্গে মসৃণ জোট হয়নি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে

লোকসভা ভোটপর্ব মেটার পর সেভাবে ইন্ডিয়া জোটের যৌথ কর্মসূচি চোখে পড়েনি। এমনকী সার্বিকভাবে ইন্ডিয়ার শীর্ষ নেতাদের বৈঠকও হয়নি। উলটে এই কয়েকমাসে একাধিকবার ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীরা একে অপরের দিকে কটাক্ষ ছুঁড়েছেন।

দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে সেই কাদা ছোড়াছুড়ি অনেকটা বেড়েছে। তাতে বিরক্ত ওমর আবদুল্লা। তিনি বলছেন, ‘লোকসভার পর সেভাবে ইন্ডিয়া জোটের কোনও বৈঠক হয়নি। আমাদের এজেন্ডা ঠিক হয়নি। আমার যতদূর মনে হয় এই জোটের কোনও সময়সীমা দেওয়া ছিল না। যদি সেটা শুধু লোকসভা ভোটের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের একসঙ্গে বসে আলোচনা করে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত।’ ওমরের সাফ কথা, যদি জোট থেকে থাকে তাহলে সবার একসঙ্গে লড়াই করা উচিত। নাহলে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত।

আসলে দিল্লিতে এবার আপের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে কংগ্রেস। গত দুই বিধানসভা নির্বাচনে খাতা খুলতে না পারলেও এবার আপ-বিজেপির বাইনারি ভাঙতে কার্যত সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছে কংগ্রেস। দলের একাধিক হেভিওয়েট নেতাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে দিল্লির নির্বাচনী লড়াইয়ে। প্রচারের জন্য আনা হচ্ছে ভিনদেশের নেতাদেরও। যদিও আপ কংগ্রেসকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কেজরিওয়াল বলছেন, কংগ্রেস দিল্লিতে লড়ছে বিজেপির দোসর হিসাবে।

# ইস্পাত কারখানায় চিমনি ভেঙে মৃত বহু শ্রমিক

**রায়পুর, ৯ জানুয়ারি:** ছত্তিশগড়ের ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনা। চিমনি ভেঙে পড়ে বহু শ্রমিকের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ছত্তিশগড়ের মুঙ্গেলিতে ইস্পাত কারখানায় বৃহস্পতিবার বিকেলে দুর্ঘটনা ঘটে। আচমকা একটি বিশাল চিমনি ভেঙে পড়ে। ওই কারখানায় অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন। অনেকেই চিমনির ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে যান। দু’জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আটকে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্ধারকাজ চলছে।

মুঙ্গেলির জেলাশাসক রাহুল দেও সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, ‘ইস্পাত কারখানায় চিমনি ভেঙে পড়েছে। আহত এক শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে রয়েছে। উদ্ধারকাজ চলছে। মনে হচ্ছে, চিমনির ধ্বংসস্তূপে অনেকে আটকে রয়েছেন।’

মুঙ্গেলির পুলিশ সুপার ভোজরাম পটেল জানিয়েছেন,

ইস্পাত কারখানায় লোহার তৈরি গম্বুজাকৃতি চিমনি ভেঙে পড়েছে। তাকে সিলো বলা হয়। কারখানার জিনিসপত্র ওই লোহার কাঠামোর ভিতরে মজুত করে রাখা হত। সেই সিলো ভেঙে পড়ায় কাছাকাছি যে শ্রমিকেরা কাজ করছিলেন, তাঁরা চাপা পড়ে যান। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। দু’জন শ্রমিককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বিলাসপুরের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, ঘটনার সময়ে বহু শ্রমিক ওই কারখানায় কাজ করছিলেন। অন্তত ৩০ জন চিমনির ধ্বংসস্তূপে আটকে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

# প্রকৃতির রুদ্ররোষে পুড়ছে ‘পরীদের শহর’ লস অ্যাঞ্জেলস, জারি জরুরি অবস্থা

**ক্যালিফোর্নিয়া, ৯ জানুয়ারি:** ভয়ংকর দাবানলে পুড়ছে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস। আগুন ছড়াচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার একাধিক শহরে। ইতিমধ্যেই পুড়ে খাক হাজার খানেক বাড়ি। প্রকৃতির রুদ্ররোষে প্রাণ হারালেন ৫। ঘরছাড়া লক্ষাধিক। এখনও বিভিন্ন জায়গার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরানোর প্রক্রিয়া চলছে। জারি রয়েছে জরুরি অবস্থা। অকেজো বিদ্যুৎ পরিষেবা। কাজে ফেরানো হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত দমকলকর্মীদেরও।

জানা গিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলসের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আগুন ছড়াচ্ছে শহরে এলাকাতেও। তাই জোর কদমে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনদের সরানো হচ্ছে। সূত্রে খবর, সান্টা মনিকা ও মালিবুর ছাড়াও আরও চার জায়গায় পৃথকভাবে দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। বুধবার ৫ জনের মৃত্যুর খবর মেলে। আহতের সংখ্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। জখম বহু দমকলকর্মী ও উদ্ধারকারী। প্রাণভয়ে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ বাড়ি

ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একাধিক জায়গা থেকে এখনও পর্যন্ত ৭০ হাজার বাসিন্দা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে হাজার খানেক বাড়ি। যা লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানলের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর।

এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণে ইতালি সফর বাতিল করেছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এনিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন পিয়ের সংবাদমাধ্যমে বলেন, বুধবার বিকালে লস অ্যাঞ্জেলসে গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানে তিনি পুলিশ, দমকলবাহিনী ও উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে দেখা করেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় বড়সড় বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁর ইতালি সফর বাতিল করেছেন। তিনি এখন গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন, নজর রাখছেন।

বলে রাখা ভালো, প্রথমে সান্টা মনিকা ও মালিবুর মধ্যবর্তী অন্তত ১২৬২ একর জমি দাবানলে জ্বলতে শুরু করে। শুকনো আবহাওয়ায় প্রবল হাওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এখনও হাওয়ার গতি প্রবল। ফলে হিমশিম খেতে হচ্ছে দমকলকে। বাড়ির পাশাপাশি রাস্তায় থাকা গাড়িও দাউদাউ করে জ্বলছে। লস অ্যাঞ্জেলসের আকাশ ঢেকেছে কালো ধোঁয়ায়। যার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শিশু ও বয়স্করা। লস অ্যাঞ্জেলসের অর্থ ‘পরীদের শহর’। সেই শহরই এখন আগুনের গ্রাসে। তাই এই আগুন কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আসবে সেদিকেই নজর সকলের।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**KANCHRAPARA MUNICIPALITY**

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in.** Tender Notice No.- **2096,** Dt. **03/01/205** for Civil Works of this Municipality, Tender ID: **2025_MAD_795429_1,** Last Date of Bid Submission **21/01/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
**Chairman,**
**Kanchrapara Municipality**

**BOLPUR MUNICIPALITY**

**Bolpur, Birbhum**
**CORRIGENDUM NOTICE**
**DATE EXTENSION**
**NIT No.:- WBMAD/ULB/Bolpur/ AMRUT 2.0 /e-NIT- 32/2024-25 Dated: 12.12.2024**
**Memo. No. 2820/PWD/BM/2024-25 Dated. 12 / 12 / 2024**
**Tender Id:- 2024_MAD_784783_1 2024_MAD_784783_5 2024_MAD_784783_6 2024_MAD_784783_8**

No Bid submitted yet, so tender submission closing date forwarded for 7 days up to 16.01.2025 at 6.00 p.m. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:-**www.bolpurmunicipality.org., www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Chairman**
**Bolpur Municipality**

**NIT No. SFDC/MD/NIT-13(e)/2024-25 (2nd Call)**

SFDC Ltd. Invites a tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work“Supply, Installation, Testing & commissioning of 04 nos new 1.5 Tr Split & 06 nos 1.5 Tr Window type A.C Machines at Nalban Food Park, Sector-IV, Salt Lake, Kolkata -700091. Last date of (online) bid submission on **20/01/2025 up to 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **22/01/2025 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website - **www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

Plumeria Co-Operative Housing Society Ltd. intends to build one G+4 storied building at Newtown Action Area-III, Kolkata for which the said Society is inviting the application & desires to appoint one bonafide Contractors/ Developer for building construction as per rules and regulations of Co-Operative Society and HIDCO. Application with an offer to be submitted to the E-mail of Society within 7 days from publication date. The selection process is Society decision.

**Sd/- Santwana Ray**
**Secretary**
**Plumeria Co-Operative Housing Society Ltd.**
**E-Mail : Plumeriaco-operativeSociety @gmail.com**

**উত্তর পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার নোটিশ**

ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ-চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের পক্ষে, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর-ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য (ই-টেন্ডারিং) এর জন্য অন লাইন অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন।

**ক্রম নং -১,** ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : ডিইএন-এমডব্লুএস-২০২৫-০১, গোরক্ষপুরে সমুদয় ভবন এবং স্টোর ডিপো এবং মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ এর সুপার স্ট্রাকচার এর নির্মাণের স্থায়িত্ব পরীক্ষা, আনুমানিক ব্যয় : ১১,৬৯,৭১৭.০৪ টাকা, বায়না জমা : ২৩,৪০০ টাকা, টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ০৫.০২.২০২৫ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত।

● উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in** থেকে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/এম.ডব্লু.,
CPRO/Yantrik-102 গোরক্ষপুর

কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

**UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY**

**e-Tender No. : UKM/PWD/ 032(e)/ 2024-25 dt 09-01-2025.** 1. Construction of cottage building block-A First floor at Digha holiday home sector(plot no-15, lease hold land of DSDA) under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date : **25/01/2025. e-Tender No. : UKM/ PWD/033(e)/2024-25 dt 09-01-2025.** 1. Construction of Kitchen cum Dinning and Driver's room at Digha holiday home sector(plot no-15, lease hold land of DSDA) under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date : **25/01/2025**. For Details : **wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Chairman**
**Uttarpara-Kotrung Municipality**

**TENDER NOTICE**

| NIQ No. | Name of Work |
|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/ 496/24-25 Dated 08.01.2025 | Supply of Autocad 2D 2024-25 commercial new single user ELD for 10 users for the duration of 3 years for Rajpur-Sonarpur Municipality |

Bid Submission end date: 25.01.2025 at 11-00 hrs. For more informationplease visit http://www.wbtenders.gov.in.

**Sd/- E.O.,**
**Rajpur-Sonarpur Municipality**

**OFFICE OF THE**
**PATIKABARI GRAM PANCHAYAT**
**P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK**
**MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742121**

The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **10/PGP/ SBM(G)/2024-25 (Tender ID: 2025_ZPHD_797768_1 & 2)** for Construction of Community Modified leachpit. Bid submission start date (online) **10/01/2025 from 10-00 a.m,** Bid submission closing date (online) **17/01/2025 upto 3-50 p.m,** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

**Sd/- Prodhan**
**Patikabari Gram Panchayat**
**Nowda, Murshidabad**

**Notice Inviting Tender**

E-Tender is being floated on **NIT ID- DICPAM/e-NIT/17/2024-25, DATED 09.01.2025** for inviting appropriate Bidder to supply and install tools and equipments in Sabang Madur Silpi Cluster & REH Industrial Cooperative Society Ltd. Schedule- Uploading NIT documents on **10.01.2025**
Last date of submission of Bid on **24.01.2025**

**Sd/-**
**General Manager,**
**District Industries Centre,**
**Paschim Medinipur**

Khadi India

**KHADI GRAMODYOG BHAVAN**
**KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION**
**MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES, GOVT. OF INDIA**
**24, Chittaranjan Avenue, Kolkata-12, Phone: (033) 2237 6339**

**SEALED TENDER NOTICE**

A Special Khadi Exhibition is going to be organized by Bengal Federation of Certified Khadi Institutions under the aegis of **Khadi Gramodyog Bhavan, Kolkata at "Corporation Ground (Gandhi Maidan)", City Centre, Durgapur from 19/01/2025 to 27/01/2025.** Sealed Tenders are invited from the registered Professional Agencies / Contractors / Organizers with sufficient credential of during the last three years from any Govt. or Semi Govt. Agency with proven track record in handling assignments viz. (i) Erection of Stall, ii) illumination of Exhibition auditorium iii) arrangement of necessary permission from local administrative authorities (iv) Printing & Publicity Work & ancillary works.
Interested parties may submit their offers for the entire work in sealed envelope quoting separate rate, logistic arrangement charge, obtaining statuary clearance and for printing and publicity work etc. or only publicity or only printing work.
The offer should be submitted in prescribed format along with **Earnest Money of Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand) only** payable by Demand Draft in favour of **"Bengal Federation of Certified Khadi Institutions" payable at Berhampore, Murshidabad.** The tender box will remain at Bengal Federation of Certified Khadi Institutions, 34-36 K.N. Road, Municipal Market Complex (Extension), Berhampore, Murshidabad, W.B. The separate prescribed Tender Form will be available at a cost of **Rs. 2000/- payable in cash** at the above address within working hours **last date for submission of Tender is 16/01/2025 by 2.00 p.m. and the Tender opening on the same day right at 2.30 p.m.** at Bengal Federation of Certified Khadi Institutions, 34-36 K.N. Road, Municipal Market Complex (Extension), Berhampore, Murshidabad, W.B.
The authority reserves the right either to accept or reject any or all of the offers without assigning any reason whatsoever.

**Sd/- General Secretary**
**Bengal Federation of Certified Khadi Institutions**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ





# অতুলন উৎপল

**শুভাশিস বিশ্বাস**



অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার, সামাজিক পরিচয়ের সংজ্ঞায় 'তাঁকে' বেঁধে ফেলা কঠিন। নিজে 'কুয়োর ব্যাং' হয়ে থাকেননি, চারপাশের কাউকে হতেও দেননি। সরাসরি রাজনীতিতে না থাকলেও বুদ্ধিদীপ্ত রাজনৈতিক আক্রমণ করা থেকেও বিরত করতে পারেনি 'তাঁকে' কেউ। শুধু থিয়েটারের জন্য পুলিশি নির্যাতন, কারাবাস, নাটকের দল থেকে বহিষ্কার, চড়াই-উতরাইয়ে ভরা ছিল 'তাঁর' জীবন। ঠিক যেমনটা একজন শিল্পীর জীবনে স্বাভাবিক। একইসঙ্গে বাঙালির চেতনার উন্মেষ ঘটাতে যিনি বারবার সমাজকে শানিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন, 'তাঁরই' নাম উৎপল দত্ত।

বাংলা তথা ভারতের নাট্যসমাজের এক আশ্চর্য, তুলনাহীন ব্যক্তি তিনি। তিনি যে কেবল নট, নাট্যকার-ই ছিলেন তা নয়, ছিলেন নির্দেশক, গবেষক, চিন্তাবিদ এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রচারক। তাঁর ইংরেজি ভাষায় দখল, স্পষ্ট উচ্চারণ, থিয়েটারের মঞ্চে একের পর এক অনবদ্য চরিত্রের উপস্থাপনা প্রমাণ করেছে তিনি ব্যতিক্রমী। আর সেই কারণেই তাঁকে 'থিয়েটারের বিশ্বকর্মা' বলাই যায়, কারণ পারফর্মিং আর্টস-এ যিনি নিজেই নিজের তুলনা। তাঁর সব কিছুকে নিয়ে ভারতীয় নাট্যজগতে যে এক বিপুল আলোড়ন উঠেছিল তাঁরই সময়কালে। যা কোনও নাট্যব্যক্তিত্বকে ঘিরে এমনটা কখওনই হয়নি। এমনকী পুলিশি নির্যাতন, কারাবাস, দুষ্কৃতীদের দিয়ে তাঁর নাটকের উপর আক্রমণ চালানো হলেও থামানো যায়নি সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত এই নাট্যব্যক্তিত্বকে।

১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ অবিভক্ত ভারতের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশালের কীর্তনখোলায় জন্ম উৎপল দত্তের। উৎপল দত্তের পুরো নাম ছিল উৎপল রঞ্জন দত্ত। উৎপলের বাবা গিরিজারঞ্জন দত্ত ও মা শৈলবালা রায়ের (দত্ত) পাঁচ পুত্র, তিন কন্যার মধ্যে উৎপল ছিলেন চতুর্থ সন্তান। পারিবারিক ধর্মগুরু তাঁর ডাকনাম রেখেছিলেন শঙ্কর। বাবা গিরিজারঞ্জন ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ প্রভাবিত সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ। এই দত্ত পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল কুমিল্লায়। তবে শিলংয়ে মামার বাড়িতে জন্ম বলে তাঁর নিজের লেখাতেই উল্লেখ রয়েছে। ফলে এ নিয়ে ধন্দ একটা থেকে গেছে আজও। পড়াশুনা শুরু শি লংয়ের সেন্ট এডমন্ডস স্কুলে। বাবা বদলি হলে ভর্তি হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে। পরে কলকাতার সেন্ট লরেন্স থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ। পিতৃপরিচয় থেকে এটা স্পষ্ট যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বড় হয়ে উঠছিলেন শিশু উৎপল। জেল-সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকতেন তাঁরা। স্কুলে যাতায়াতের সময়ে সঙ্গে বিপ্লবীদের ভয়ে দেওয়া হতো দেহরক্ষী। আর ছোট উৎপল ড্রিল করতেন জেলের পাঠান রেজিমেন্টের জওয়ানদের সঙ্গে। আর তাঁদের কাছেই নেন সময়ানুবর্তিতার পাঠ। নাটকের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় ঘটে শিশু বয়সে পারিবারিক আবহেই। বাড়ির সদর দরজায় ঝুলত মায়ের হাতে তৈরি এমব্রয়ডারি করা শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের পেমেনিয়াসের সংলাপ, 'নেভার কোয়ারেল, নেভার লেন্ড অর বরো ইফ ইউ আর অনেস্ট।' শুধু তাই নয়, শেক্সপিয়র নিয়ে রীতিমতো চর্চা হত বাড়িতেই। মেজদা পাঠ করে শোনাতেন শেক্সপিয়রের নাটকের গল্প। গান শোনার মতো রেকর্ড চালিয়ে নাটক শোনার চলও ছিল। খুব কম বয়স থেকেই এই সব নাটক শুনে বড় হতে থাকা। আর তারই পরিস্ফুরণ দেখা যায় মাত্র ছয় বছর বয়সে। শেক্সপিয়রের নাটকের সংলাপ মুখস্থ বলে দিতে পারতেন ছোট্ট উৎপল।

তবে নাটক বা চলচ্চিত্র জগৎ নয়, ছোট থেকে পিয়ানোর প্রতি ছিল তাঁর এক বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর স্বপ্নও ছিল পিয়ানো বাদক হওয়ার। কিন্তু বিধি বাম। হাতের আঙুলের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় সেই স্বপ্ন ত্যাগ করতে হয় বালক উৎপলকে। এর পাশাপাশি হিন্দুস্তানি মার্গ সংগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বহরমপুরের বাড়িতেই। বড়দিদির মাধ্যমে। এরপর কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়েও পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের সংস্পর্শে আসেন। ফলে নাটকের পাশাপাশি সুর-তাল-লয়েও ছিল এক বিশেষ পারদর্শিতা।

১৯৩৯ সালে কলকাতায় বদলি হন বাবা গিরিজারঞ্জন। তাঁদের নতুন ঠিকানা হয় দক্ষিণ কলকাতার রয় স্ট্রিট। কলকাতায় আসার পরেই বাবা-মায়ের সঙ্গে উৎপলের কলকাতার পেশাদার থিয়েটার দেখা শুরু। স্টার থিয়েটারে দেখতেন মহেন্দ্র গুপ্তের নাটক, শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাটক। শিশিরকুমারের নাটক তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। দশ বছর বয়সে উৎপল ভর্তি হন সেন্ট লরেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে। স্কুলে হত বিদেশি নাটক। সেখানেই হয় উৎপলের অভিনয়ে হাতেখড়ি। আর নাটক না থাকলে স্কুলের গ্রন্থাগারই ছিল তাঁর জগৎ। এরপর কলেজ জীবনে এসে ইরেজি ভাষাতেই নাটক লেখায় হাতেখড়ি। এদিকে ইউরোপীয় নাট্যচর্চার একটা ধারা আগে থেকেই ছিল কলেজে। এখানে পড়াকালীনই একদিকে যেমন ইবসেন বা শেক্সপিয়রের নাটকের জগৎ তাঁর আরও কাছে আসে, তেমনই তাঁকে পেয়ে বসেছিল সেই নাটকে অভিনয় করার ইচ্ছে। তিনি নিজে জানিয়েছেন, সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার সময় সেখানে ফাদার উইলবাট ছিলেন। প্রতিবছর নাটকও হতো। অভিনয় হতো শেক্সপিয়রের নাটকও। তাতে ছোট ছোট পার্ট করতেন তিনি। তখন থেকেই আগ্রহ। তবে কোনওদিনই তাঁর এই আগ্রহটা সৌখিন ছিল না বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। কারণ, গোড়া থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল পেশাদার অভিনেতা হওয়ার। এদিকে কলেজ পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন 'বেটি বেলশাজার' নামে প্রথম ইংরেজি নাটক। এ-ছাড়াও লিখতে শুরু করেন বিভিন্ন বিষয়ে। বিষয়ের মধ্যে ছিল শেক্সপিয়র, বার্ট্রান্ড রাসেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বেটোফেন, বাখ, শুবার্ট ও ভাগনার।

এরপর ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়। তখন তাঁর বয়স আঠারো। ওই বছর নিকোলাই গোগোলের 'ডায়মন্ড কাটস ডায়মন্ড'-এ অভিনয় করেন উৎপল। কলেজ জীবনে তাঁর সহপাঠী অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়। এই ১৯৪৭ সালেই প্রতিষ্ঠা করেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'। প্রথমে এর নাম ছিল 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস'। ১৯৪৯ সালে এই দলের নতুন নাম হয় 'কিউব'। পরের বছর আবারও নাম বদল হয়ে তা হয় 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা বলতে ছিলেন উৎপল দত্ত আর প্রতাপ রায়। দলে ইংরেজি বলা বাঙালি ছেলে ছিল খুব-ই কম। এদিকে শুদ্ধ উচ্চারণে শেক্সপিয়র অভিনয় করতে হবে। এরপর এই দলে আসেন রণেন রায়, জেরিচ খান। এই জেরিচ খান, বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান। হানড্রেড মিটার রেকর্ড হোল্ডার ভারতবর্ষের। একইসঙ্গে আসেন অনেক ছেলেমেয়ে, যাঁরা বাঙালি নয়। ইহুদি, আর্মেনিয়ান। তখন কলকাতায় ইংরেজি নাটক করত ড্রামাটিক ক্লাব অব ক্যালকাটা। এটা ছিল ইংরেজদের সংগঠন। তারই পাশাপাশি তৈরি হয় এই লিটল থিয়েটার গ্রুপ। এই সময় থেকেই শেক্সপিয়র, বার্নাড শ, ক্লিফর্ড ওডেটস প্রমুখের নাটক ইংরেজিতে প্রযোজনাও করতেন তিনি। উৎপল দত্তের প্রথম প্রোডাকশন শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দ্য থার্ড'। প্রথম অভিনয় ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭। যেদিন ভারতবর্ষ, মানে তথাকথিত স্বাধীন ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ করে।

উৎপল দত্ত ছিলেন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিশ্লেষক। মানুষ সম্পর্কে তাঁর গভীরতম ধারণা নাটকগুলোকে পৌঁছে দিয়েছে সফলতার শীর্ষে। উনিশ শতকের বঙ্গীয় সামন্তশ্রেণির বিরুদ্ধে মধুসূদন দত্তের বিদ্রোহকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, 'মধুসূদন উনিশ শতকের ঘুণে ধরা বিকলাঙ্গ সমাজের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ'।

এরপর ১৯৪৯-এর ১৫ জুলাই জেভিয়ার্সের মঞ্চে মঞ্চস্থ করেন শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার'। যাতে নতুনত্বের স্বাদ পান দর্শকেরা। এই সময় ঘটে আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা। উৎপলের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের দলে টেনে নেন জিয়োফ্রে কেন্ডেল। এরপরই উৎপল অভিনেতা হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন 'দ্য শেক্সপিয়রানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'তে। এই দলের পেশাদার অভিনেতা হিসেবে শেক্সপিয়রের মোট আটটি নাটকে অভিনয়ও করেন। প্রথম পর্বে কলকাতায়, দ্বিতীয় পর্বে '৫৩-'৫৪ তে সারা দেশে। করেন পাকিস্তান সফরও। এই জিয়োফ্রে কেন্ডেলকেই পরবর্তী সময়ে উৎপল নিজের গুরুর আসনে বসান। এরই মাঝে কলেজ জীবন শেষ হয় তাঁর। চাকরিও পান সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। যদিও পরে তা ছেড়েও দেন।

এরপর ১৯৫০-এর শেষ দিকে লেখা হয় তাঁর জীবনে আরও এক নয়া অধ্যায়। এই সময়েই পেশাদার নাট্যমঞ্চ গড়ে নিয়মিত থিয়েটার করে যাওয়ার বাসনায় মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিয়ে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার থিয়েটার করতে শুরু করেন। প্রথম দিকে আগে অভিনীত 'ওথেলো', 'ছায়ানট' ও 'নিচের মহল' দিয়ে শুরু হলেও পেশাদার নাট্যমঞ্চের দর্শক তেমন ভাবে সাড়া দেয়নি। এরই মধ্যে ঘটে এক আশ্চর্য যোগাযোগ।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা বলতে ছিলেন উৎপল দত্ত আর প্রতাপ রায়। দলে ইংরেজি বলা বাঙালি ছেলে ছিল খুব-ই কম। এদিকে শুদ্ধ উচ্চারণে শেক্সপিয়র অভিনয় করতে হবে। এরপর এই দলে আসেন রণেন রায়, জেরিচ খান। এই জেরিচ খান, বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান। হানড্রেড মিটার রেকর্ড হোল্ডার ভারতবর্ষের। একইসঙ্গে আসেন অনেক ছেলেমেয়ে, যাঁরা বাঙালি নয়। ইহুদি, আর্মেনিয়ান। তখন কলকাতায় ইংরেজি নাটক করত ড্রামাটিক ক্লাব অব ক্যালকাটা। এটা ছিল ইংরেজদের সংগঠন। তারই পাশাপাশি তৈরি হয় এই লিটল থিয়েটার গ্রুপ। এই সময় থেকেই শেক্সপিয়র, বার্নাড শ, ক্লিফর্ড ওডেটস প্রমুখের নাটক ইংরেজিতে প্রযোজনাও করতেন তিনি। উৎপল দত্তের প্রথম প্রোডাকশন শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দ্য থার্ড'। প্রথম অভিনয় ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭। যেদিন ভারতবর্ষ, মানে তথাকথিত স্বাধীন ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ করে। উৎপল দত্ত ছিলেন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিশ্লেষক। মানুষ সম্পর্কে তাঁর গভীরতম ধারণা নাটকগুলোকে পৌঁছে দিয়েছে সফলতার শীর্ষে। উনিশ শতকের বঙ্গীয় সামন্তশ্রেণির বিরুদ্ধে মধুসূদন দত্তের বিদ্রোহকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, 'মধুসূদন উনিশ শতকের ঘুণে ধরা বিকলাঙ্গ সমাজের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ'।

একদিন 'নিচের মহল' নাটক অভিনিত হচ্ছে মিনার্ভায়। দর্শক সংখ্যা খুবই নগণ্য। নাটকের শেষে মুগ্ধ রবিশঙ্কর দর্শকাসন থেকে উঠে এসে বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের পরের নাটকে সঙ্গীত দিতে চাই, নেবেন?' এ প্রস্তাব যেন মরা গাঙে জোয়ার এনেছিল। তবে মিনার্ভা লিজ নিতে গিয়ে বিপুল দেনার মুখে পড়েন উৎপল। এই দেনা মেটাতেই সিনেমায় যোগ। সেখানেও তিনি হয়ে ওঠেন অসামান্য।

এই ১৯৫২-তে আসে আরও এক বড় পরিবর্তন। এই সময় লিটল থিয়েটারকে ইংরেজি থেকে পরিবর্তন করা হয় বাংলায়। প্রতাপ, রণেন এবং উৎপলের হাতে তৈরি হয় এই বাংলা দল।এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল, ইংরেজি নাটকের দর্শক হঠাৎ-ই শোচনীয়ভাবে কমতে থাকে। তবে যখন তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন ইংরেজি নাটকের দর্শক হতো প্রচুর। কিন্তু পরবর্তীকালে দর্শকসংখ্যা কমতে থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পেশাদারি জগতে পা রাখতে হলে নাটক করতে হবে বাংলায়। এরপরই মঞ্চস্থ হয় বাংলায় প্রথম নাটক 'ডলস হাউস'- এর বাংলা।'পুতুলের সংসার'। এরপর মঞ্চস্থ হয় হেনরিক ইবসেনের বাংলা অনুবাদ 'ঘোস্টস'। তবে নিখাদ বাংলা নাটক বলতে ১৯৫৩-তে তৃতীয় নাটক রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'। এরপর গিরিশ ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা'। এইভাবেই আস্তে আস্তে বাংলা নাটকে পা রাখেন উৎপল।

আজ বাংলায় যে পথনাটকের রমরমা সেই ধারার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন উৎপল। হাজরা পার্কে অভিনয় করেন বন্দিমুক্তি আন্দোলনের ওপর উমানাথ ভট্টাচার্যের 'প্রথম চার্জশিট' নাটকে। উৎপলের সঙ্গে অভিনয় করেন ঋত্বিক ঘটক। '৫২ সালের ইলেকশন ক্যাম্পেনে করেন পথ নাটিকা 'ভোটের ভেট'। এই নাটক চলাকালীন সময়েই তাঁকে গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বিদায় নিতে হয়। তবে ১৯৫২ সালে 'পাসপোর্ট' থেকে শুরু করে ১৯৯২ সালে 'সত্তরের দশক' এই দীর্ঘ সময়ে উৎপল অভিনয় করেন মোট ২৫টি পথনাটিকায়। যা বঙ্গ মননে তুলেছিল ঢেউ। সঙ্গে জনজাগরণের উদ্দেশ্যে এই নাটকগুলোর মধ্যে ছিল সামাজিক বার্তা। কোনও নাটকেই বিনোদনের ছিটেফোঁটা ছিল না। এই সময় কিছুদিনের জন্য যুক্ত হন গণনাট্যের সঙ্গেও। তবে একটা সময় বিরক্ত হয়ে তিনি বেরিয়েও আসেন এই সংগঠন থেকে।

তবে এই নাটক-ই হয়ে উঠেছিল উৎপলের প্রতিবাদের ভাষা। মিনার্ভায় নাটক চলাকালীনই ধানবাদের জামাডোবায় চিনাকুড়ি-বড়াধেমো কয়ালাখনিতে ঘটে এক দুর্ঘটনা। কয়লাখনিতে লাগে আগুন। সেখানে গভীর খনিতে আটকা পড়েন অসংখ্য শ্রমিক। অন্য শ্রমিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের বাঁচাতে। অথচ এই আটকে পড়া শ্রমিকদের কথা না ভেবে খাদান মালিক চরম স্বার্থপরের মতো জল ঢুকিয়ে দেন কয়লার খনি বাঁচানোর জন্য। ফল হয় মারাত্মক। খনির নিচে দমবন্ধ হয়ে মারা যান খনির নিচে আটকে থাকে শ্রমিকরা। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। রবি ঘোষ মারফৎ এই খবর পেয়ে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ছোটেন সেই কয়লাখনিতে। হাজার ফুট নিচের সেই খনিগহ্বরে ঘোরেন দু'ঘণ্টা। কথা বলেন জীবিত খনি শ্রমিকদের সঙ্গে। রেকর্ড করেন খনির ভিতরের বিভিন্ন শব্দ। সেখান থেকে ফিরে মিনার্ভার তিনতলার ঘরে বসে টানা ১৫ দিনে লিখে ফেলেন কালজয়ী নাটক 'অঙ্গার'। এরপর ১৯৫৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তা প্রথমবার মঞ্চস্থ হয়। এরইসঙ্গে নাট্য আন্দোলনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয় নতুন ইতিহাস।

১৯৬৭-তে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 'তীর' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন উৎপল। তাতেও তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। মুম্বইয়ের তাজ হোটেল থেকে স্বেচ্ছায় ধরা দেন উৎপল। আর কখনও কোনও রাজনৈতিক নাটক লিখবেন না বলে মুচলেকা দিয়ে জামিন পেলেও, রাজনৈতিক নাটক লেখা এবং তা মঞ্চস্থ করা থেকে সরে আসেননি তিনি। তবে এই ১৯৬৭-তেই বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের একটা বড় কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল উৎপল দত্তকে গ্রেফতারের ঘটনা। দেশে জরুরি অবস্থার সময়কেও তিনটি নাটকের প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন উৎপল। 'ব্যারিকেড', 'সিটি অফ নাইটমেয়ারস', 'ইন্টার দ্য কিং'-এর মতো সেরা নাটক তাঁর সৃষ্টি। কিন্তু, সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় এ তিনটি নাটকও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এই সময়েই তিনি মঞ্চস্থ করেন 'মানুষের অধিকার' নামে আরও একটি কালজয়ী নাটক। যদিও এই নাটক নকশালপন্থীদের সমালোচনার মুখে পড়ে। অতি-বামদের বৈরিতা শুরু হয়। তার প্রভাব এসে পড়ে এলটিজি দলের মধ্যে। সাত সদস্য দলত্যাগ করেন। উপদলের জন্ম হয়। ফলে ১১ বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া একটি অন্যধারার পেশাদার থিয়েটারের ইতি ঘটিয়ে উৎপল দত্ত মিনার্ভা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। ১৯৭১-এ গড়ে তোলেন 'বিবেক নাট্যসমাজ', যা পরবর্তী কালে নতুন দল 'পিপলস লিটল থিয়েটার' বা 'পি এল টি' নামে পরিচিতি পায়।

সেই বছরই রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হয় দলের প্রথম নাটক 'টিনের তলোয়ার'। 'টিনের তলোয়ার' রাজনৈতিক নাটকের মধ্যে শ্রেণি, ইতিহাস ও মধ্যবিত্ত চেতনার এক অপূর্ব মিশেল। যা তাঁকে থিয়েটার অঙ্গনে দেয় এক ভিন্ন উচ্চতা। তাঁরই রচনা ও পরিচালনায় এরপর একে একে মঞ্চস্থ হয় 'ফেরারি ফৌজ', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'প্রফেসর মামলক', 'কল্লোল'-এর মতো সাড়া জাগানো নাটক। নৌবাহিনীর বিদ্রোহের গল্প তুলে ধরা হয়েছিল 'কল্লোল'-এ। যা থেকে সূচনা হয় গণ আন্দোলনের। শুধু তাই নয় উৎপলের নাটকের এই তালিকায় অবশ্যই থাকবে, 'টোটা', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'তিতুমীর', 'স্তালিন ১৯৩৪', 'লালদুর্গ'-ও। এই 'কল্লোল'-এর জন্য গ্রেফতার এবং জেলবন্দি হন উৎপল। এখানেই শেষ নয়, তাঁকে মঞ্চস্থ করতে দেখা গেছে রাতের অতিথি', 'ছায়ানট', 'সূর্যশিকার', 'মানুষের অধিকার'। 'একলা চলো রে' নাটকেই শেষ বার মঞ্চে অভিনয়।

এরই মাঝে দিয়ে চার দেয়ালে ঘেরা থিয়েটারেই আবদ্ধ না থেকে যাত্রাপালার মাধ্যমে উৎপল পৌঁছে যান সমাজের সর্বস্তরে। যাত্রার মঞ্চ তাঁর কাছে হয়ে ওঠে গ্রামে গঞ্জের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক বোধ সঞ্চারের হাতিয়ার। সত্য বলতে এই নাটক আর যাত্রার মধ্যে দিয়েই তাঁকে এক বিশেষ বার্তা দিতে দেখা গেছে শাসক, শোষকশ্রেণিকে। আর সেই কারণেই প্রত্যন্ত গ্রামে অসংখ্য গণজাগরণমূলক নাটক ও যাত্রাপালায় অভিনয়ও করেন উৎপল। যার নির্দেশকও ছিলেন তিনি। এই নাটক আর যাত্রা সম্পৃক্ত করেছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে। এরই মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার যাত্রাপালার নবজাগরণের অগ্রসৈনিকও।

তবে নাটকে অভিনয়ের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি বেস্ট এলিমেন্ট নয় এমনটাই মনে করতেন উৎপল। উৎপলের চোখে এই মধ্যবিত্ত বড় বেশি সুবিধাবাদী। তবে এঁদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা জান লড়িয়ে দিয়েছেন, অভিনয়কে জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরাই তা করেনি। উৎপলের চোখে এঁরা হলেন বড্ড কাপুরুষ। কারণ, এঁরা এটা বিশ্বাস করে না যে, পেশাদার অভিনেতা হওয়া প্রয়োজন। বরং তাঁদের মানসিকতায় রয়েছে, একটা চাকরির সঙ্গে যদি বাকি সময়ে একটু অভিনয় করা যায়। কখনও এটা ভাবে না যে, অভিনেতা হতে গেলে আগে সবকিছু ছাড়তে হবে। সেখানে তাঁদের প্রথম প্রশ্ন, খাব কী? সঙ্গে সাফাই, আগে পেশাদার হই, তারপর চাকরি ছাড়বো। এই প্রসঙ্গে উৎপলের ধারনা, খাওয়ার অভাব কখনওই হয় না, এটা ঠিক জুটে যায়। এঁদের বোঝানো যায় না যে, আগে সব না ছাড়লে পেশাদার হওয়াই যায় না। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই উদ্যম নষ্ট হয়ে যায় উভয়-সংকটের মধ্যে পড়ে। ফলে অভিনয়ের জন্য বিশেষ কিছু বাকি থাকে না।

অন্যদিকে রুপোলি পর্দার জগতে ১৯৫০ সালে 'বিদ্যাসাগর' সিনেমায় অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর শুরু পথচলা। এরপর 'মাইকেল মধুসূদন' সিনেমায় তিনি অভিনয় করেন নাম ভূমিকায়। এ ছবি থেকেই চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তার আসন পাকাপোক্ত হয়। ১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মৃণাল সেন পরিচালিত 'ভুবন সোম' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কারের শিরোপা পান তিনি। এরই পাশাপাশি উৎপলের 'মাস্টারপিস' বলতে আমরা সে তালিকায় রাখতেই পারি ক্যালকাটা ৭১ (১৯৭১), শ্রীমান পৃথ্বীরাজ (১৯৭৩), ঠগিনী (১৯৭৪), যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো (১৯৭৪), কোরাস (১৯৭৪), পালংক (১৯৭৫), অমানুষ (১৯৭৫), জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৮), গোলমাল (১৯৭৯), হীরক রাজার দেশে (১৯৮০), আঙ্গুর (১৯৮২), পার (১৯৮৪), পথভোলা (১৯৮৬), আজ কা রবিনহুড (১৯৮৭), আগন্তুক (১৯৯১), পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯৩)-র মতো আরও অনেক ছবি।

এদিকে ১৯৮০ সালে 'গোলমাল', ১৯৮২ সালে 'নরম গরম' এবং ১৯৮৭ সালে 'রঙ বিরঙি' ছবির সুবাদে তিনবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও পান তিনি। ১৯৮৬ সালে 'সাহেব' সিনেমার অভিনয়ের জন্য ফিল্মফেয়ার আসরে তিনি পার্শ্বচরিত্রে সেরা অভিনেতার মনোনয়ন পান। এরপর ১৯৯৩ সালে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'আগন্তুক' ছবিতে অনন্য অভিনয়ের জন্য তিনি পান সম্মানসূচক বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেরা অভিনেতার পুরস্কার। মননশীল বাংলা ছবি ছাড়াও অসংখ্য বাণিজ্যিক ধারার ছবিতেও খলনায়কের ভূমিকায় করেছেন অভিনয়। কখনও দেখা গেছে কমেডিয়ানের ভূমিকায়। তবে উৎপল দত্ত প্রতিটি চরিত্রে সমান সাবলীল। তাঁর অভিনীত হীরক রাজের চরিত্র মুগ্ধ করেছিল আট থেকে আশি সকলেই। নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় তাঁকে যেন আরও মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। আর এখানেই একজন অভিনেতা সফল বলে মনে করতেন স্বয়ং উৎপলও।

তবে উৎপল মনে করতেন শিক্ষিত মন ছাড়া বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। বিশেষ করে বর্তমান যুগে জীবন যখন এত জটিল হয়ে উঠেছে। বর্তমান সমাজ জীবনকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা না থাকলে কী করে অভিনেতা অভিনয় করবেন এটাই ছিল তাঁর প্রশ্ন। কারণ, কেউ যখন কোনও চরিত্র করতে যাচ্ছেন তা কোনও একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ, কালের মানুষ, কোনও বিশেষ সমাজের মানুষ। সেই শ্রেণি, সমাজ এবং কালকে ভালো করে অধ্যয়ন করার ক্ষমতা অভিনেতার থাকা প্রয়োজন বলে মনে করতেন উৎপল। নইলে সে চরিত্রের উপস্থাপন হবে ভাসা ভাসা বা বিমূর্ত। তাঁকে কংক্রিট করে তুলতে পারবে না। তাঁকে তার সমসাময়িক সময়ে প্লেস করে উঠতে পারবে না। আর এরই জন্য প্রয়োজন একটা শিক্ষিত মনের। প্রয়োজন ন্যূনতম শিক্ষার। একইসঙ্গে উৎপল দত্ত এও মনে করতেন, এক অভিনেতার জন্য নিজেকে চেনা, নিজেকে ঘৃণা না করে নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখা, এটাও প্রয়োজন। তবে এটা বহুদিনের প্রসেস। নিজেকে নিয়ে গর্ব থাকতে হবে। এটা একটা ফ্যাক্টর। তবে অহেতুক দম্ভ নয়। অভিনেতার অহেতুক দম্ভ উপস্থিত হলে তবে তা হবে ক্ষতিকর। কিন্তু আত্মপ্রত্যয় অন্য জিনিস। তার বিশ্বাস থাকবে যে, আমি পারি। আমি পারি, বলতে গেলেই যার সঙ্গে জড়িয়ে যায় চরিত্রকে বোঝা, সমাজকে বোঝা, জীবন সম্পর্কে, রাজনীতি সম্পর্কে নিজস্ব একটা বক্তব্য থাকা।

এই উৎপল দত্তকেই দেখা গেছে টিনের তলোয়ার হাতে নিজের সম্পর্কে বলতে, 'আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোনও আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি, আমি প্রপাগান্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়।' এমনই মহান এক শিল্পী উৎপল দত্ত। যার পরিচয় দেওয়া যায় এক তুখোড় এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও। একজন শিল্পীর যাত্রাপথে কতটা পরিশ্রম থাকে, কতটা সংগ্রাম থাকে, তা সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। উৎপল দত্তের ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম যেন জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁরা জীবনের পরতে পরতে। তবু তিনি নাট্যমঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবেননি। রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যোগদান করেননি অন্য কোনও দলে। সেটাই ছিল ওঁনার সততা বা 'ইন্টিগ্রিটি'র সবথেকে বড়ো পরিচয়। তিনি তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস, জীবন এবং থিয়েটারকে গেঁথেছিলেন একইসূত্রে।

এই উৎপল-ই রুপোলি পর্দায় কখনও ফেলুদার মগনলাল মেঘরাজ তো কখনও হীরক রাজা। তাঁর ব্যাপ্তি গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি', ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো', মৃণাল সেনের ভুবন সোম', সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য' থেকে 'আগন্তুক'-জুড়ে। এরই পাশাপাশি হিন্দিতে 'গুড্ডি', 'গোলমাল'-সহ একাধিক ছবিতে পার্শ্বচরিত্রকে কীভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তোলা যায় তা যেন অভিনয় দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন উৎপল দত্ত। এছাড়াও তাঁর পরিচালনায় নির্মিত হয় বেশ কয়েকটি ছবি। যে তালিকার একেবারে ওপরে থাকবে 'ঝড় বৈশাখী মেঘ', 'ইনকেলাব কি বাদ', 'ঘুম ভাঙার গান'। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, উৎপল রাজি না হলে 'আগন্তুক' ছবি বানাতেনই না বলে পরে জানান সত্যজিৎ। ১৯৯৩ সালের ১৯ অগাস্ট ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মাত্র ৬৪ বছর বয়সে পথ চলা শেষ হয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্র ও মঞ্চ নাটকের ইতিহাসের প্রভাবশালী এই ব্যক্তিত্বের। তাঁর প্রয়াণে বঙ্গ সংস্কৃতি হারায় এক অভিভাবককে। বঙ্গ সমাজ এই উৎপল দত্তকে ভুলবে না, ভুলতে পারে না।